প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কোরআনের আহ্বান

সম্পাদনা

মোঃ কামরুল ইসলাম খান

প্রাত্যহিক জীবনে
পবিত্র কোরআনের আহ্বান

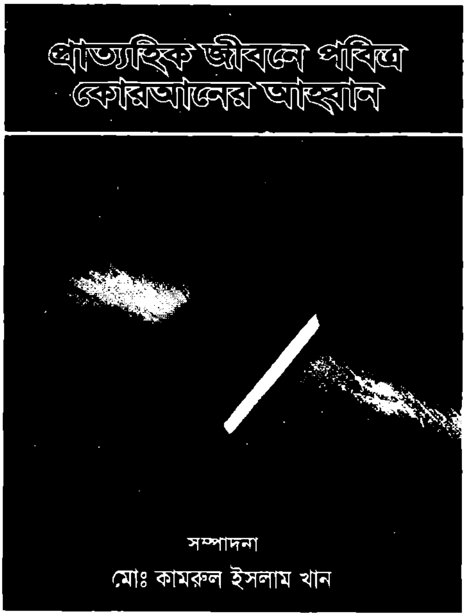

সম্পাদনা

মোঃ কামরুল ইসলাম খান

www.pathagar.com

গ্রন্থস্বত্ত্ব ক) শরফুল ইসলাম খান, পিএইচডি
খ) মাহমুদুল ইসলাম খান
এম.এস.সি (প্রথম শ্রেণী)
গ) নাফিউস নূর খান, এমবিএ
১৩/বি, ৭/বি (ব্লক-বি)
বাবর রোড, মোহাম্মদপুর , ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : ৮মে, ২০০৮

দ্বিতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১০

প্রাপ্তি স্থান : মিনার্ভা বুক ষ্টল।
সোবহানবাগ মসজিদ, ঢাকা।
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

হাদিয়া : ১৫০/- টাকা

www.pathagar.com

প্রাত্যহিক জীবনে
পবিত্র কোরআনের আহ্বান

সম্পাদনা

মো: কামরুল ইসলাম খান

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা -চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কোরআনের আহ্বান

মোঃ কামরুল ইসলাম খান

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ মে/২০০৮

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর/২০১০

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Prathohik Jibone Pabitra Quraner Ahoban, Written by Qumrul Islam Khan, published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000

Price 150.00 Only. US$. 06.00 **ISBN 984-70241-0019-9**

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১. সুরা ফাতেহা / সুরা ইখলাস ১১
২. রসুলে করীমের (দঃ) বানী ১২
৩. বিশ্বাসীদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ ১৪
৪. পবিত্র কোরআনের বিস্ময়কর তথ্য ১৫
৫. পবিত্র কোরআন নিয়ে অনর্থক তর্ক ১৮
৬. পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহর ওহী ২১
৭. এতিমদের সম্পর্কে আল্লাহর ওহী ২২
৮. মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহর ওহী ২৩
৯. যাকাত ও ওশর ২৬
১০. কবিরা গুনাহ সম্পর্কীয় তথ্য ২৭
১১. ঈমান এর সংজ্ঞা ৩১
১২. ঈমাম বোখারী ৩৪
১৩. কোরআন সংরক্ষণের প্রকৃত ইতিহাস ৩৭
১৪. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৩৯
১৫. গীবৎ ৪১
১৬. সুরা আল বাকারাহ হতে সুরা মাউন ৪২
১৭. ছালাতুত তাসবীহ ১০৯
১৮. খতমে জালাল ১০৯
১৯. অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি ১১০
২০. ভোগ বিলাস ১১০

www.pathagar.com

ভূমিকা

সারা বিশ্বের সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের যিনি এই বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। তিনি পরম দয়ালু, তিনি একক মাবুদ, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব। বিশ্বের মানুষের হেদায়েত এবং কল্যাণের জন্য তিনি এই পবিত্র কোরআন শরীফ নাযিল করেছেন।

জনাব কামরুল ইসলাম খান আমার পূর্ব পরিচিত। তিনি একজন দক্ষ সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিক। চাকরী জীবন সমাপ্তির পর তিনি পুনরায় লেখালেখির জগতে ফিরে আসেন। চলতি সাল (২০১০) পর্যন্ত তাঁর নয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি পবিত্র কোরআন সম্পর্কীয়।

বইটির নাম **"প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কোরআনের আহ্বান"**। এই বইটি ছোট আকারে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় পহেলা মে, ২০০৬ সালে। বইটি নিঃশেষ হবার পর আরও কিছু নতুন তথ্য যোগ করে দ্বিতীয়বার বইটি প্রকাশ করা হয় ২৬শে মার্চ, ২০০৭ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হবার পরে, এই বইটি নতুনভাবে, আরও তথ্য সমৃদ্ধ করে তৃতীয় সংস্করণ বের করবার জন্য জনাব কামরুল ইসলাম খান প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি, তাঁর এই চেষ্টা সফল হোক।

বইয়ের নাম শুনে হয়তো কেউ-কেউ দ্বিধান্বিত বোধ করতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এতে দ্বিধান্বিত হবার কিছু নেই। কারণ পবিত্র কোরআনেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক বলেছেন যে এই কোরআন মানুষের সার্বিক জীবন বিধান। আমাদের দৈনন্দিন এবং প্রাত্যহিক জীবনে যা জানার প্রয়োজন, জনাব কামরুল ইসলাম খান পবিত্র কোরআনের কয়েকটি বাংলা অনুবাদ পড়ে অনেক কষ্ট করে সেইসব আয়াত সমূহের যথাযথ বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন।

আমি পাঠকবর্গের বোঝার সুবিধার্থে এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি :

ক) কোন দ্রব্য মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা অতি উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৩৫)

খ) তোমরা কেউ অন্যায়ভাবে একে অপরের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করোনা। (সুরা বাকারা, আয়াত-১৮৮)

www.pathagar.com

গ) আমি মানুষকে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি। তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবেনা। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা কিছু তোমরা করতে। (সুরা আনকাবুত, আয়াত-৮)

এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। বিক্রয়ের সময় দ্রব্য মাপার প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত প্রথম আয়াতটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সরকারীভাবে বাংলাদেশের বিক্রেতাদের মধ্যে এটা ব্যাপকভাবে প্রচার করলে ক্রেতা সাধারন অবশ্যই উপকৃত হতো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বিগত ১৯৬৩ সাল থেকে মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোডে অবস্থিত জামে মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি। এরমধ্যে বিগত ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদপুর রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে শিক্ষকতা করেছি। আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনেক ব্যবসায়ী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, চাকুরিজীবী এবং শিল্পপতি রয়েছেন যারা সারাদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা অবশ্যই ধার্মিক এবং তাঁরা নিয়মিত নামায আদায় করে থাকেন, কিন্তু সময়ের অভাবে পবিত্র কোরআনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না। আমি বিশ্বাস করবো এই বইটি সেই সকল ব্যক্তিদের অনেক উপকারে আসবে। ইনশা-আল্লাহ বইটি পাঠক মহলে অবশ্যই সমাদৃত হবে।

আমি সম্পূর্ণ বইটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি। পবিত্র কোরআন মানুষের সার্বিক জীবন বিধান। সেই মোতাবেক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা জানার প্রয়োজন রয়েছে , জনাব কামরুল ইসলাম খান সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন। আমার কথা আর দীর্ঘ করবো না। মূল বোখারী শরীফ থেকে একটা উধৃতি দিয়ে আমার কথা শেষ করবো। হযরত রাসুলে করীম (দ:) বলেছেন---"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে নিজে পবিত্র কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষাপ্রদানে সাহায্য করে"।

আমি জনাব কামরুল ইসলাম খানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তাঁর দীর্ঘ জীবনের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আল্লাহ হাফেয।

১০/০৮/২০১০ ইং

লোকমান আহমদ আমীমী,
এম.এম.
ইমাম
জামে মসজিদ
শহীদ সলিমউল্লাহ রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের যিনি চিরঞ্জীব, মহা পবিত্র, অনন্ত এবং মহাপরাক্রমশালী। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ সহ প্রাণী জগত এবং অন্যান্য সকল বস্তু। মানুষ যাতে সর্বপ্রকার অনাচার এবং পাপের উর্ধে থেকে নিজ-নিজ জীবনকে সাফল্যের সাথে মহীয়ান করে তুলতে পারে, সেই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মজিদ নাযিল করেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে। পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের পবিত্র ওহীসমূহ (বাণী)। এই সকল বাণী চির শাশ্বত, চির অম্লান এবং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সার্বিক জীবন বিধান।

মহান আল্লাহ পাকের কাছে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ এই বইটির এটা হলো তৃতীয় প্রকাশ। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পহেলা মে , ২০০৬ সালে। নিঃশেষ হবার পর আরও তথ্য সমৃদ্ধ করে বইটি দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হয় ২৬শে মার্চ, ২০০৭ সালে। এই বিষয়ে বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যগন আমাকে উৎসাহিত করেন। তাদের উৎসাহকে ধারণ করে আরও কিছু নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করে পূর্বের তুলনায় আমি বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছি। বইটি পড়ে পাঠকবর্গ অবশ্যই খুশী হবেন।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন---"আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক"। (সুরা আল হিজর, আয়াত-৮)। অন্যত্র তিনি বলেন---"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। এই বাণী আমার পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আমিই এর হেফাজতকারী"। (সুরা আল ওয়াকিয়া , আয়াত-৭৭)।

পবিত্র কুরআনের বানী সমূহ ইহজগতের কল্যাণময় জীবন এবং পরজগতের মুক্তির একমাত্র সনদ। পবিত্র কুরআন অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে পড়তে পারেন না। শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তিদের সুবিধার্থে,

www.pathagar.com

"প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কোরআনের আহ্বান" এই পুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমি কয়েকটি পবিত্র কুরআনের শরীফের সাহায্য গ্রহন করেছি।

যে সকল পাঠক দয়া করে এটা পড়বেন, তাঁরা যদি উপকৃত হন, আনন্দিত হন, তাহলে বুঝবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আল্লাহু আমিন।

তারিখ : ১০/০৮/২০১০ইং

মোঃকামরুল ইসলাম খান
১৩/বি,
৭/বি (ব্লক-বি)
বাবর রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান এবং তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সমস্ত প্রশংসা এই বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তিনি বিচার দিবসের সর্বময় কর্তা। পবিত্র কোরআন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী এবং এটা সারা বিশ্বের মানুষের সার্বিক জীবন বিধান। এই পবিত্র কোরআনে এমন কোন বিষয় নেই, যা ওহী হিসেবে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেননি। রসুলে করীম (দঃ) বলেছেন, যার অন্তরে কোরআন শরীফের কিছু অংশ নেই, সেই হৃদয় যেন একটা শূন্য ঘর (বোখারী শরীফ)।

এই বইয়ের নাম **"প্রাত্যহিক জীবনে পবিত্র কোরআনের আহ্বান"**। লেখক জনাব কামরুল ইসলাম খান। পবিত্র কোরআনে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এগুলি সবাইকে জানতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, কেয়ামত, মানুষের মৃত্যু, যাকাত প্রদান সহ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের আয়াত। জনাব কামরুল ইসলাম খান প্রথমে বেশ কিছু কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ পাঠ করেছেন। তারপর সতর্কতার সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আয়াত সমূহের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করে এই পুস্তক সম্পাদনা করেছেন। আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, এই কাজের জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

জনাব কামরুল ইসলাম খান একজন সমাজ সচেতন ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার উচ্চপদে চাকুরী করেছেন। অবসর গ্রহনের পর পারিবারিক চাপে তিনি পুনরায় লেখালেখির জগতে ফিরে এসেছেন। বিগত ২০০৩ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত তার নয়টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়া বাকী বইগুলি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ হতে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কবি এবং কথা সাহিত্যিক। এই বইটি পাঠ করে অজানা অনেক কিছু শেখার রয়েছে। ফলে আমি বিশ্বাস করি প্রচুর পাঠক বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। এই সাথে আমি জনাব কামরুল ইসলাম খানের শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

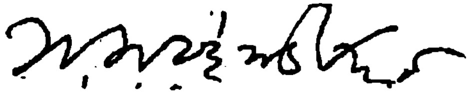

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন

সুরা ফাতেহা

বিসমিল্লাহির রাহমিনের রাহিম

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। তিনি পরমদাতা এবং দয়ালু এবং বিচার দিবসের সর্বময় কর্তা। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট রয়েছ,
তাদের সহজ-সরল পথ আমাদের প্রদর্শন কর।
কিন্তু তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত
এবং বিপথগামী হয়েছে।
হে মহান আল্লাহ, কবুল কর।

সুরা ইখলাস

আপনি বলে দিন, আল্লাহ তিনি তো একক সত্ত্বা। আল্লাহ স্বনির্ভর। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। বস্তুতঃ তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

রসুলে করিম (দঃ) উল্লেখ করেছেন,
সুরা ইখলাস অত্যন্ত শক্তিশালী।
এটা সমগ্র পবিত্র কুরআনের
এক-তৃতীয়াংশ।

www.pathagar.com

রসূলে করীমের (দঃ) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বানী

(মূল বুখারী শরীফ হতে সংগৃহীত)

১) যে ব্যক্তি আমার নামের বরাত দিয়ে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, তার ঠিকানা হবে দোযক।

২) তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ হতে নিজে শিক্ষা গ্রহন করে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদানে সাহায্য করে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

৩) এটা আসমানী কিতাব যা ওহী রূপে আমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর আয়াত সমূহ আল্লাহ ভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক।

৪) যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, তাহার জন্য একটি নেকি মিলবে এবং সেই একটি নেকি দশ নেকির সমান।

৫) যার অন্তরে কুরআন শরীফের কিছু অংশ নেই , সেটা যেন একটা শূণ্য ঘর ।

৬) আল্লাহ পাকের কাছে দোয়ার (প্রার্থনা) চাইতে সম্মানিত বস্তু আর কিছু হয়না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কোন দোয়া চায়না, আল্লাহ পাক তার উপর ক্রুদ্ধ হন।

৭) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, আমার ত্রুটি, অপরাধ শোকবিহ্বলতা, অথর্বতা - অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা এবং লোকের দাপট ও বাড়াবাড়ি হতে।

www.pathagar.com

- **শিরক এবং কুফরী** :

(ক) হালাল-হারাম নির্ধারনের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অংশীদার করা শিরক ।

(খ) আপদ-বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে দোয়া চাওয়া শিরক ।

(গ) আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, কোন ফেরেস্তা, কোন ওলী-ওলামা অথবা কোন মানুষকে একক ক্ষমতাশালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া, এটা প্রকাশ্য কুফরী। (পবিত্র কোরআনুল করীম, মদীনা শরীফ, পৃষ্ঠা-(৯)

www.pathagar.com

বিশ্বাসী এবং ধর্মানুরাগীদের জন্য পবিত্র কোরআনের কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ

১) যারা অন্যায় পন্থায় এতিমের সম্পদ গ্রাস করে , তারা তাদের উদরে আগুন আহার করে। তারা জাহান্নামের আগুনে অগ্নিদগ্ধ হতে থাকবে। (সুরা নিছা, আয়াত-১০)

২) আর তোমরা আত্মীয়-স্বজনদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করোনা। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।
(সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৮৮/১৯২)

৩) তোমাদের জন্য বিধান দেয়া হলো, কারো মৃত্যুকালে সে যদি সম্পদ রেখে যায় তাহলে পিতা-মাতা এবং স্বজনদের জন্য ওছিয়ত করা ফরজ করা হলো। এটা সাবধানীদের জন্য জরুরি। তোমরা কলহ সৃষ্টি করোনা। (সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৮০/ ১৮১)

৪) হে মুমিনগন, আমার প্রদত্ত রিযিক হতে তোমরা পুত-পবিত্র হালাল জিনিষগুলি ভক্ষণ কর। সেখানেই নিহিত রয়েছে সকল নিয়ামত এবং কল্যাণ। (সুরা বাকারাহ, আয়াত-১৭২)

৫) তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে উম্ঙ, তারা মিথ্যা অহংকার ছাড়া এই কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানেনা। আপসোস তাদের জন্য। (সুরা বাকারাহ, আয়াত-৭৮)

৬) আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করেছি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য বিশেষ রহমত।
(সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৮২)

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই" (সুরা-সোয়াদ, আয়াত-২৭)

পবিত্র কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী। এসব বাণী ইহজগতের কল্যাণময় জীবন এবং পরজগতের মুক্তির সনদ। পবিত্র কুরআনে রয়েছে কিছু-কিছু বিস্ময়কর তথ্য যা পাঠকদের অবশ্যই মুগ্ধ করবে। পবিত্র কুরআনকে মোট ৩০-টি পারা, ১১৪-টি সুরা এবং ৬৬৬৬-টি আয়াত দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে। এবার আমি বিস্ময়কর কিছু তথ্য উপস্থাপন করবো। যে সকল আলেম কুরআন নিয়ে গবেষনা করে থাকেন, তারা অবশ্যই জানেন। কিন্তু যারা জানেন না, তাদের কাছে এসব তথ্য বিস্ময়কর মনে হবে।

পবিত্র কুরআনে ১৯ শব্দটি কিভাবে এসেছে ? এর উত্তর হলো , প্রথম নাজিলকৃত সুরার নাম আলাক। এর প্রথম শব্দ হলো ইকরা বা পড়। এই সুরার মাত্র ৫-টি আয়াত সর্ব প্রথম ওহী হিসেবে নাজিল হয়। পরবর্তীকালে নাজিল হয় আরও ১৪-টি আয়াত। এই দুটি আয়াতের যোগফল হলো **মোট-১৯**। এই ১৯-সংখ্যা দিয়ে কয়েকটি আশ্চর্য এবং বিস্ময়কর তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১) পবিত্র কুরআনে মোট সুরার সংখ্যা ১১৪-টি = এই সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য

২) আল্লাহ্ শব্দটি মোট ২৬৯৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে = -ঐ-

৩) রাহমান শব্দটি মোট ৫৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে = -ঐ-

৪) ইসিম শব্দটি মোট ১৩৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে = -ঐ-

৫) রাহিম শব্দটি মোট ১১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে = -ঐ-

৬) কুরআনে মোট ১৪-টি রহস্যময় আয়াত
১৪-টি রহস্যময় হরফে মোট ২৯ বার ব্যবহৃত।
১৪+১৪+২৯ = ৫৭ = -ঐ-

৭) আলিফ ,লাম , মিম এই তিনটি রহস্যময় হরফ

www.pathagar.com

কুরআনে মোট ৮-টি সুরায় নিম্নবর্নিতভাবে
ব্যবহার করা হয়েছে।
আলিফ = ১২,৩১২ বার
লাম = ৮৪৯৩ বার
মিম = ৫৮৭১ বার মোট ২৬,৬৭৬ বার -ঐ-

৮) সুরা কাফ। এই সুরায় 'কাফ' শব্দটি
দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে।
এই সুরায় মোট ৫৭ বার কাফ শব্দটি
ব্যবহৃত হয়েছে। = -ঐ-

৯) সুরা ইয়াসিন। এই সুরায় 'ইয়া' শব্দটি
মোট ২৩৭ বার এবং 'সিন' শব্দটি মোট
৪৮ বার ব্যবহার করা হয়েছে।
অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৫-বার। = -ঐ-

১০) সুরা নুন। এই সুরায় নুন শব্দটি
মোট ১৩৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। = -ঐ-

১১) সুরা মুরিয়াম। এই সুরায় নিম্নবর্নিত
শব্দ সমূহ এসেছে :
কাফ শব্দ = ১৩৭ বার
হা শব্দ = ১৬৮ বার
ইয়া শব্দ = ৩৪৫ বার
আঈন শব্দ = ১২২ বার
ছোয়াদ শব্দ = ২৬ বার
মোট ৭৯৮ বার = -ঐ-

এসব তথ্য সমূহ অত্যন্ত বিস্ময়কর নয় কি? এই পৃথিবীর সকল মানুষ একসাথে চেষ্টা করলেও এমন বাণী সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হবে। এর একমাত্র কারণ এসবই সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ওহী। এবার পবিত্র কুরআনের অন্যান্য তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

নিম্নবর্নিত সুরা এবং আয়াত সমূহ দ্বারা পবিত্র কুরআন সমৃদ্ধ করা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

ক) মোট পারা = ৩০ পারা
খ) মোট সুরা = ১১৪-টি
গ) মোট আয়াত = ৬৬৬৬-টি (কারো-কারো মতে ৬২৩৬)
ঘ) মোট রুকু = ৫৫৪
ঙ) মোট সেজদা = ১৪

১) পবিত্র কুরআনে মোট শব্দ সংখ্যা =৭৭,৯৩৪-টি
২) মোট অক্ষর সংখ্যা = ৩,২৩, ৬২১-টি
৩) বিজ্ঞান সম্পর্কে মোট আয়াত =৭৫০ (১১ %)
৪) আইন, বিধি-বিধান এবং শিক্ষামূলক =অবশিষ্ট আয়াত (৮৯ %)
৫) কুরআনে নবী-রসুলের কথা উল্লেখ আছে =মোট ২৫-জনের
৬) সরাসরি আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে- = ৭০-টি স্থানে
৭) নামাজ কায়েম করতে বলা হয়েছে =৯০-টি স্থানে
৮) প্রথম অবতীর্ণ সুরা =সুরা আলাক এর ৫-টি আয়াত
৯) সর্বাপেক্ষা বড় সুরা=সুরা আল-বাকারাহ (২৮৬ আয়াত)
১০) সর্বাপেক্ষা ছোট সুরা = সুরা কাওসার (৩-আয়াত)
১১) মোট জবর এর সংখ্যা = ৫৩,২৪২-টি
১২) মোট জের এর সংখ্যা = ২৯,৫৮২-টি
১৩) মোট পেশ এর সংখ্যা = ৮৮০৪-টি

www.pathagar.com

নিম্নবর্নিত আরও কিছু বিস্ময়কর তথ্য পবিত্র কুরআনে এসেছে

১)	'কালব' (সাত আসমান) শব্দটি	= ৭ বার
২)	সাত দিনের কথা	= ৭ বার
৩)	দুনিয়া এবং আখেরাত	= ১১৫ বার
৪)	ঈমান এবং কুফরী	= ২৫ বার
৫)	গরম এবং ঠান্ডা	= ৫ বার
৬)	ফেরেস্তা এবং মালায়েক	= ৮৮ বার
৭)	শয়তান	= ৮৮ বার
৮)	ইওমুন (দিন)	= ৩৬৫ বার
৯)	আইয়াম (মাসিক দিন)	= ৩০ বার
১০)	কামর (চাঁদ)	= ৩০ বার
১১)	শাহরুন (মাস)	= ১২ বার
১২)	সানাতুন (বছর)	= ১৯ বার *

(* গ্রীক পন্ডিত মেতন এর থিয়রী অনুসারে প্রতি ১৯-বছরে সূর্য এবং পৃথিবী একই বৃত্তে অবস্থান করে থাকে)

১৩)	ফুজ্জার (পাপী)	= ৩ বার
১৪)	আবরার (পূণ্যবান)	= ৬ বার
১৫)	আজাব (শাস্তি)	= ১১৭ বার
১৬)	সওয়াব	= ২৩৪ বার (১১৭x২= ২৩৪)
১৭)	গরিবী (দারিদ্রতা)	= ১৩ বার
১৮)	সম্পদ	= ২৬ বার
১৯)	বৃক্ষ এবং বৃক্ষ রোপন	= ২৬ বার
২০)	হেদায়েত এবং রহমত	= ৭৯ বার
২১)	আবদ এবং আবীদ	= ১৫২ বার
২২)	মানব সৃষ্টি	= ১৬ বার
২৩)	মানুষের মূল উদ্দেশ্য "ইবাদত"	= ১৬ বার
২৪)	জীবন এবং মৃত্যু	= ১৬ বার

www.pathagar.com

২৫)	জাকাত এবং বরকত	= ৩২ বার
২৬)	ইনশান (মানুষ)	= ৬৫ বার *

---

২৭)	শুক্র (জীবন কণা)	= ১২ বার
২৮)	মাটি	= ১৭ বার
২৯)	আলাক (ভ্রুণাবস্থা)	= ৬ বার
৩০)	মেদা (মাংসপিন্ড)	= ৩ বার
৩১)	এজাম (হাড়)	= ১৫ বার
৩২)	লেহাম (মাংস)	= ১২ বার

এই সংখ্যাগুলি যোগ করলেই পাওয়া যাবে মানুষ অর্থাৎ মোট= ৬৫*

সুরা কামর-এ বলা হয়েছে, কিয়ামত নিকটবর্তী হলে চাঁদ বিদীর্ণ হবে। অন্য অর্থে চাঁদের মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করা হবে। সম্পূর্ণ আয়াতটির বর্ণমালা সমূহের আরবী অক্ষরের সংখ্যা-১৩৯০।

আর বিস্ময়কর ব্যাপারে যে ১৩৯০ হিজরীতে (১৯৬৯ খৃস্টাব্দ) মানুষ সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণ করে এবং চাঁদের মাটি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে।

www.pathagar.com

যারা পবিত্র কোরআন এবং প্রকৃত হাদিস সম্পর্কে সামান্য জানেন এবং অনুমান-ভিত্তিক অনর্থক তর্ক করে আনন্দলাভ করে থাকেন, তাদের সুবিধার্থে এবং বোঝার জন্য কয়েকটি আয়াত।

---

(১) হে মুমিনগন, তোমরা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) নিয়ে বাড়াবাড়ি করোনা। (আয়াত-১৭১, সুরা-আন্নিসা)

(২) আপনি (রসুল) বলে দিন, আমি-তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী পৌছানো হচ্ছে যে তোমাদের মাবুদ এক।
(আয়াত-১১০, সুরা মরিয়ম)

(৩) নিশ্চয়ই আমি কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।
(আযাত-৫৪, সুরা-আল কাহফ)

(৪) সেই সব মুমিন অবশ্যই সাফল্যলাভ করবে যারা নামাযে বিনয় সহকারে অবনত হয় এবং যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।
(আয়াত-২, সুরাআল মুমেনুন)

(৫) তোমরা দোষারোপ করোনা পরস্পরের প্রতি। একে অপরের মন্দ নামে আহ্বান করোনা। (আয়াত-১১, সুরা আল হুজুরাত)

(৬) হে বিশ্বাসীগন, তোমরা অতিরিক্ত অনুমান (ধারনা) থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু-কিছু অনুমান রয়েছে যা পাপজনক। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করোনা। (আয়াত-১২, সুরা-আল হুজুরাত)

(৭) পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মঙ্গল আল্লাহর হাতে। আকাশে যত ফেরেস্তা রয়েছে তাদের কোনও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবেনা।
(আয়াত-২৫, সুরা আলমাআরিজ)

(৮) অজানা বিষয়ে কথা বলা বা গুজব রটানো নিষিদ্ধ। বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা এবং জানা বিষয় গোপন করা পাপ।

এই বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন---" তুমি যা জাননা তার অনুসরণ করোনা। " (সুরা বনী ইসরাইল)

www.pathagar.com

অপরদিকে এই সম্পর্কে রসুলে করীম (দঃ) বলেছেন---" কোন মানুষের মিথ্যুক হবার জন্য সে যা শোনে তাই প্রচার করে বেড়ানোই যথেষ্ট।" (বুখারী শরীফ)

(৯) আল্লাহ পাক বলেন---" সেই সব যালিমদের উপর আমার অভিশাপ, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" (সুরা আল আরাফ)

পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ওহী

ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামায আদায় এবং যাকাত প্রদান করা। সবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, এর পরেই একজন সন্তানের কাছে তার পিতা-মাতার স্থান নির্ধারিত রয়েছে। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের বিষয়টি পবিত্র কোরআন এবং মূল বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূত্র : আল আদাবুল মুফরাদ। পৃষ্ঠা-২৬)

তোমরা সদব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম-মিসকিনদের সাথে, নিকট প্রতিবেশীর সাথে এবং তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক ও গর্বিত ব্যক্তিকে। (সুরা নিসা, আয়াত-৩৬)

১) তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা অথবা উভয়েই তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তোমরা তাদেরকে "উহ" পর্যন্ত বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিওনা। তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচকভাবে কথা বলো।

সুরা ইসরাইল, আয়াত-২৩)

২) আমি মানুষকে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি। আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা কিছু তোমরা করতে।

(সুরা আনকাবুত, আয়াত-৮)

৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি তাদের সাথে সদাচরণ করতে। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে

www.pathagar.com

ধারণ করেছে এবং দুই বছর তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হয়। তোমরা আমার শোকরগুজারি কর, কারণ অবশেষে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (সুরা লোকমান, আয়াত-১৪)

৫) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে বড় কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে অতি কষ্টের সাথে। আমি আপনারই দরবারে তওবা করছি এবং আমরা- তো আত্মসমর্পনকারী। (সুরা আহকাফ, আয়াত-১৫)

৬) তাদের সামনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থাক আর প্রার্থনা কর, হে আমার রব, তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (বনী ইসরাইল, আয়াত-২৪)

এতিমদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ওহী

১) দিয়ে দাও এতিমদের তাদের সম্পদ আর বদল করোনা খারাপ মালের সাথে ভাল মালের। আর গ্রাস করোনা এতিমদের মাল তোমাদের মালের সাথে। এরূপ করা গুরুতর অপরাধ (সুরা নিসা, আয়াত-২)

২) তোমরা এতিমদের পরীক্ষা করে নেবে যে পর্যন্ত না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে।
(সুরা নিসা, আয়াত-৬)

৩) নিশ্চয়ই যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা তো শুধু তাদের পেটে আগুন ভর্তি করছে। তারা অতি সত্বরই দোযকের আগুনে জ্বলবে। (সুরা নিসা, আয়াত-১০)

৪) যারা ঈমান এনেছো, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলনা। অবশ্যই আল্লাহ সব দেখেন এবং তিনি পরম দয়ালু।
(সুরা নিসা, আয়াত-২৯)

৫) আর এতিমদের ব্যাপারে ইনসাফের সাথে কার্য নির্বাহ করবে। তোমরা যে কোন ভাল কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন।
(সুরা নিসা, আয়াত-১২৭)

www.pathagar.com

৬) এতিম সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদের কাছেও যাবেনা। যখন তোমরা তাদের সাথে কথা বলবে তখন ন্যায়পরায়ণতা বহাল রাখবে। তোমরা আল্লাহর দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এসব নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহন কর।
(সুরা আনআম, আয়াত-১৫২)

আল্লাহ পাক মহান এবং পরাকক্রমশালী। তিনি নিজেও এতিমদের গভীরভাবে ভালবাসতেন। সুরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে-- প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি মন্দ কাজ এবং ভাল কাজ দিয়ে। আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।(আয়াত-৪৫)

অপরদিকে সুরা বাকারায় বলা হয়েছে--- যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে, তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, এরূপ লোকেরাই দোযকের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (আয়াত-৮১)

মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ওহী

১) প্রত্যেক মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি মন্দ এবং ভাল দিয়ে, এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-৩৫)
২) তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। নিঃসন্দেহে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (সুরা-ইউনুস, আয়াত-৪)
৩) আল্লাহতায়ালা সত্য, তিনিই মৃতকে জীবিত করবেন। তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। আর নিশ্চয়ই কিয়ামত আসবে এবং তিনি সকল কবরবাসীদের পুনরায় জীবিত করবেন।
(সুরা আল হাজ্জ, আয়াত-৬/৭)

www.pathagar.com

৪) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর মৃত্যুদান করবেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে একত্রিত করবেন।
(সুরা আররূম, আয়াত-৪০)

৫) যারা চোখে দেখে এবং যারা অন্ধ, তারা সমান নয়। অন্ধকার ও আলো সমান নয়। জীবিত ও মৃত সমান নয়। যারা কবরে শায়িত রয়েছে, আপনি (রসুল) তাদেরকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। আপনি-তো সতর্ককারী ছাড়া কিছুই নন। (সুরা-ফাতির, আয়াত ২০ হতে ২৩)

৬) নিশ্চয় আমিই মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং তারা জীবিত অবস্থায় যা পেশ করেছে সেগুলি এবং তাদের কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করবো।
(সুরা-ইয়াসিন, আয়াত-১২)

৭) আল্লাহ পাকের আদেশ ছাড়া কেউ মরতে পারেনা। সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। (সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৪৫)

৮) তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যুর সময়) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সুরা আল আনআম, আয়াত-২)

৯) আমিই জীবনদান এবং মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকনার অধিকারী। (সুরা হিজর, আয়াত-২৩)

১০) নিশ্চয়ই প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। অবশ্যই কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে।
(সুরা আল ইমরান, আয়াত-১৪৫)

১১) তিনিই তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন, আবার তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন।
(সুরা আল হাজ্ব, আয়াত-৬৬)

১২) আবার এর পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে।
(সুরা মুমিনুন, আয়াত-১৫/১৬)

১৩) আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই তামাদের মৃত্যু দান করবেন। (সুরা নাহল, আয়াত-৭০)

www.pathagar.com

১৪) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, আবার এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব, এবং এ থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করে আনবো। (সুরা ত্বাহা, আয়াত ৫৫)

১৫) আর তারা আমার সম্পর্কে অভিনব কথা বর্ণনা করে, অথচ তারা নিজেদের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। তারা বলে ঃ কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পচে-গলে যাবে? আপনি (রাসুল) বলুন তিনিই এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি তা প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন।
(সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৭৮/৭৯)।

১৬) আল্লাহই মানুষের জান কবজ করেন তার মৃত্যুর সময়। যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যান্যগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন।
(সুরা যুমার, আয়াত-৪২)

১৭) আমিই তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করে রেখেছি এবং আমি তাতে অক্ষম নই। (সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত -৬০)

১৮) অবশেষে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করে কবরে স্থান দেন। পরে যখন ইচ্ছে, তাকে তিনি পুনরায় জীবিত করবেন।
(সুরা আবাসা, আয়াত-২১/২২)।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ইহজগত এবং পরজগত সবকিছুর তিনিই মালিক। পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত সমূহ খুবই সহজ-সরল। মহান আল্লাহ পাক খুবই সহজ-সরল ভাষায় তাঁর বাণীসমূহ প্রেরণ করেছেন। মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে যা বলা হয়েছে , মোটামুটি সেসব উপরে তুলে ধরা হলো। এসবের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কি ? অতি সহজ-সরল ভাষা। একটু সতর্কতার সাথে মনযোগ দিয়ে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার বোঝা যায়। মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার এই বিশেষ ক্ষমতা আল্লাহ পাক ছাড়া আর কারো নেই। মহান আল্লাহ যদি এই ক্ষমতা কোন নবীকে দিতেন, তাহলে পবিত্র কুরআনে অবশ্যই উল্লেখ করা থাকতো।

www.pathagar.com

যাকাত ও ওশর

যাকাত হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের আদেশ। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। ঈমানের পর নামায এবং তারপরেই যাকাতের স্থান। পবিত্র কোরআনে মোট ৮২ স্থানে নামায এবং এবং ৮০ স্থানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন---"তোমাদেরকে নামায আদায় ও যাকাত দেয়ার জন্য একই সাথে আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার নামাযও কবুল হবেনা।"

অপরদিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বলেছেন---"নামায এবং যাকাত একটি অপরটির পরিপূরক, একটি ছাড়া অন্যটি কবুল হয়না"।

যে সব কাজ করলে আল্লাহ্ পাক মানুষের উপর রহমত নাযিল করেন তার মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে যাকাত প্রদান করা। যাকাত দিলে সম্পদ কমেনা, বরং বৃদ্ধি পায়। যাকাতের অপর একটি অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া। যাকাত দিলে সাধারন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে দারিদ্রতা হ্রাস পায়। অপরদিকে বাজারে চাহিদার সৃষ্টি হয়। যাকাত দেয়ার ফলে সম্পদ পবিত্র হয়, সম্পদের উন্নতি ঘটে, আত্মার উন্নতি ও পবিত্রতা অর্জিত হয়। পবিত্র কোরআন অনুসারে যাকাত না দেয়া মুশরিকদের কাজ এবং তাদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, তার জন্য যাকাত ফরয। সাধারনভাবে সাড়ে ৫২ তোলা রূপা অথবা সাড়ে ৭ তোলা সোনা বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়।

যাকাত কবুল হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে নিয়ত অর্থাৎ কেবল অল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে যাকাত দিতে হবে। যাকাত হলো দরিদ্র মানুষের হক বা অধিকার। ফকির-মিসকিন , এতিম এবং দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

www.pathagar.com

<u>ওশর</u> : নগদ অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের মতই ফসলের যাকাত দেয়াও ফরয। ফসলের এই যাকাতের নামই ওশর। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে---"তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর"
(সুরা আনআম, আয়াত-১৪১)। উৎপন্ন মোট ফসলের উপর ১০ ভাগের ১-ভাগ ওশর প্রদান করতে হয়।

কবিরা গুনাহ্ সম্পর্কীয় তথ্য

পবিত্র কুরআন এবং রসুলে করিমের (দ:) সুন্নাহ প্রভৃতি থেকে যে সকল কার্যকলাপ আল্লাহ্ পাক এবং রসুল কর্ত্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলিই কবিরা গুনাহ্। গুনাহ (পাপ) মোট দুই প্রকারের। যথা:-

(ক) কবিরা গুনাহ অর্থাৎ বড় ধরনের পাপ।

(খ) সগিরা গুনাহ অর্থাৎ ছোট ধরনের পাপ।

আল্লাহ পাক বলেন---" তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক, তাহলে আমি তোমাদের অন্যান্য ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।

(সুরা-আল নিসা)

অপরদিকে রসুলে করীম (দ:) বলেছেন---" তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে। এগুলি হলো : আল্লাহ্ পাকের সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যাভিচার করা, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যাদু-টোনা করা, সুদ খাওয়া, ধর্মীয় যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং মুমিন মহিলাদের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করা। " (বুখারী শরীফ)

এ কথা সত্য যে কবিরা গুনাহ্র ভেতরে তারতম্য রয়েছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর অথবা হাল্কা। উদাহরণ : যেমন শিরককে কবিরা গুনাহ্র অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআন অনুসারে এই গুনাহ্ অমার্জনীয় এবং গুনাহ্কারী ব্যক্তি চির জাহান্নামী হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে কবিরা গুনাহ প্রায় ৭০-টি। অধিকাংশ আলেমবৃন্দ গননা করে ৭০-টিই পেয়েছেন। এগুলি নিম্নরূপ :-

১) শিরক করা। সবচেয়ে বড় গুনাহ।
২) আল্লাহর আযাব সম্পর্কে বিশ্বাস না করা।
৩) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।
৪) হত্যা বা খুন করা।
৫) যাদু করা।
৬) নামাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
৭) যাকাত না দেওয়া।
৮) বিনা ওজরে রোজা না রাখা।
৯) সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা।
১০) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং তাদের কষ্ট দেয়া।
১১) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়কে পরিত্যাগ করা।
১২) ব্যভিচার করা।
১৩) সমকাম করা।
১৪) সুদ খাওয়া।
১৫) এতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।
১৬) আল্লাহ রসুলের উপর মিথ্যা আরোপ করা।
১৭) ধর্মীয় যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।
১৮) শাসক কর্তৃক শাসিতের উপর যুলুম করা।
১৯) অহংকার করা।
২০) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।
২১) মদ খাওয়া।
২২) জুয়া খেলা।
২৩) সতী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা।
২৪) রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা।
২৫) চুরি করা।
২৬) ডাকাতি করা।
২৭) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা।

www.pathagar.com

২৮) অহেতুক যুলুম বা অত্যাচার করা।
২৯) জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করা।
৩০) হারাম খাওয়া বা হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা।
৩১) মিথ্যা কথা বলা।
৩২) বিচার কার্যে দুর্নীতি করা।
৩৩) ঘুষ খাওয়া।
৩৪) নারীর সাথে পুরুষের এবং পুরুষের সাথে নারীর সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করা।
৩৫) নিজ পরিবারের মধ্যে পাপাচারের প্রশ্রয়দান করা।
৩৬) তালাকপ্রাপ্ত নারীর তাহলীল।
৩৭) প্রস্রাব থেকে যথাযথ পবিত্রতা অর্জন না করা।
৩৮) অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা।
৩৯) ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল না করা।
৪০) খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করা।
৪১) নিজের দান খয়রাত সম্পর্কে প্রচার করা।
৪২) অদৃষ্টকে অস্বীকার করা।
৪৩) অন্য মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা।
৪৪) চুগোলখুরি করা (একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগানো)
৪৫) বিনা অপরাধে কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া।
৪৬) ওয়াদার বরখেলাপ করা।
৪৭) জ্যোতিষীকে বা তার কথা বিশ্বাস করা।
৪৮) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন করা।
৪৯) প্রানী / জন্তুর ছবি অংকন করে টানিয়ে রাখা এবং সংরক্ষণ করা।
৫০) কোন বিপদে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো অথবা সে জন্য নিজের মৃত্যু কামনা করা।
৫১) ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করা।
৫২) দাস-দাসী / চাকর-চাকরানীদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা।
৫৩) পাড়া প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া।

www.pathagar.com

৫৪) মুসলমানদের গালাগালি করা এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।

৫৫) সৎ এবং ধর্মভীরু ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়া।

৫৬) দাম্ভিকতা ও আভিজাত্য প্রদর্শন করার জন্য টাকনুর নিচ পর্যন্ত পোষাক পরা।

৫৭) পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার করা।

৫৮) বৈধ কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হওয়া।

৫৯) আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে জন্তু যবেহ করা।

৬০) ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয়া।

৬১) জেনেশুনে অন্যায়কে সমর্থন করা।

৬২) উদ্বৃত্ত পানি প্রয়োজনে অন্যকে না দেয়া।

৬৩) মাপে এবং ওজনে কম দেয়া।

৬৪) বিনা ওজরে জামাত ত্যাগ করে একাকী নামাজ পড়া।

৬৫) ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন করা।

৬৬) ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরী করা।

৬৭) কোন মুসলমানকে খারাপ ভাষায় গালি দেয়া।

৬৮) ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা।

৬৯) বদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব করা (পরিবেশ দূষিত করা)

৭০) গীবত করা।

উপরে ৩৯ ক্রমিক নম্বরে বলা হয়েছে--- ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে সেই অনুযায়ী আমল না করা গুনাহ। একজন অমুসলমান সাহিত্যিকের ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে একই কথা লেখা রয়েছে। তিনি লিখেছেন---" কোন ভাল জিনিস জানা সত্ত্বেও তা মেনে না চলার চেয়ে না জানাই ভাল। আমরা সর্বদা অর্ধেক জানি, আর অর্ধেক জানার ভান করে থাকি।"

কবিরা এবং ছগিরা গুনাহ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য চার প্রকারের বিধান রয়েছে। এগুলি হলো :-

ক) আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

খ) অবিলম্বে উক্ত গুনাহ পরিত্যাগ করা।

www.pathagar.com

গ) গুনাহ্ না করার জন্য ভবিষ্যতের জন্য ওয়াদা করা।
ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়া।

যাই হোক, এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে উল্লিখিত কবিরা গুনাহ সমূহের সিংহ ভাগ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিৎ এ সকল গুনাহ্ সর্বদা পরিহার করে চলা এবং প্রতি নামাজের শেষে মুনাজাতের সময় আল্লাহ্ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। রসুলে করীম (দঃ) বলেছেন---"ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর ফরয করা হয়েছে।" (বুখারী শরীফ)।

ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, শক্তি প্রয়োগ বা জবরদস্তিকে ইসলামী পরিভাষায় " ইকরাহ ফিদ্দীন" বলা হয়। এটি সর্বসম্মতভাবে হারাম ও কবিরা গুনাহ। অপরদিকে ইসলাম বহির্ভূত কোন বিশ্বাস, ধ্যানধারনা অনুসরন করা ভাল কাজ মনে করাই হলো-" বিদায়ত"।
রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ---বিদায়তকারীর কোন দোয়া কবুল হয়না যতক্ষন পর্যন্ত না সে তওবা করে আল্লাহ্ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আসুন আমরা সবাই পবিত্র কুরআন এবং সুন্নত সমূহ কঠোরভাবে অনুসরন করে নামাযে আত্মমগ্ন থাকি। এই প্রেক্ষাপটে রসুলে করীম (দঃ) বলেন---" যে ব্যক্তি অজু করে নামায স্থানে আযানের অপেক্ষায় বসে থাকে, ফেরেস্তাগন তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। "

"ঈমান" এর সংজ্ঞা

আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। মহান আল্লাহ্ পাক রসুলে করীম (দঃ) এর মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেছেন , এটাই পবিত্র কুরআন যা মানবজাতিকে দান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসকে অন্তরের গভীরতা দিয়ে বিশ্বাস করে নিজ-নিজ জীবনের সাথে তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই ঈমান। রসুলে করীম (দঃ) আসার পর তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাক ওহী পাঠালেন--- ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহীল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত ধর্মই হলো

www.pathagar.com

ইসলাম। এটাই মানুষের সার্বিক জীবন বিধান। ইসলাম ধর্মে দাখিল হবার পূর্বে সর্বপ্রথম ঈমানকে হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে গ্রহন করতে হবে। কালেমা পাঠ করে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। কালেমা সাধারণত চারটি। এগুলি হলোঃ-

১) কালেমা তাইয়্যেব (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ)
২) কালেমা শাহাদাত (আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)
৩) কালেমায়ে তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা ওয়াহিদাল্লা ছানিয়ালাকা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাকিনা রাসুলু রাব্বিল আলামিন)
৪) কালেমায়ে তামজীদ (লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা নুরাই ইয়াহদিআল্লাহু লিনুরিহি মাইয়্যাশাউ মুহাম্মুদুর রাসুলুল্লাহি ইমামুল মুরসালিনা ওয়া খাতামুন্নাবিয়িান)

ঈমান আনার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ে মানুষের সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। তা হলো "আকিদা"। আকিদা অর্থ বন্ধন। মহান আল্লাহর আদেশের মাধ্যমে চলাই সঠিক আকিদা।

পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের মূল ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এগুলি হলো :-

(ক) আল্লাহ পাক একমাত্র মাবুদ। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর প্রেরিত রসুল।
(খ) নামায আদায় করা।
(গ) যাকাত দান করা।
(ঘ) রমযান মাসে রোজা রাখা
(ঙ) হজ্জ পালন করা।

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান এবং বিবেকই রত্ন নয়, বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যারা সাধনা করে সংযম অভ্যাস করে জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করতে পারেন, তারাই সত্যিকারের মানুষ হতে পারেন। যে ঈমান মানব জাতির কল্যাণের উৎস এবং পরকালের নাজাত, মুক্তি ও সুখ-শান্তির একমাত্র পথ, সে ঈমান

www.pathagar.com

শুধু মাত্র বিশ্বাসই নয়, বরং সেই ঈমান অনেক বড় রত্ন এবং বহু সাধনার ধন। ক্রমাগত সাধনা ছাড়া এমন অমুল্য রত্ন হাসিল করা এবং সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নয়।

হযরত ইবনে মসউদ (রঃ) বলেছেন--"প্রতিবন্ধকতাময় মানুষের কর্মজীবন এবং কষ্ট-বেদনার পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যে অটল বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেটাই পূর্ণাঙ্গ ঈমান।"

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে মানব জীবনকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করার প্রেক্ষাপটে মোট ৮-টি গুণ অর্জনের শর্ত আরোপ করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপঃ-

১) যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রতি আস্থা স্থাপন করে ঈমান এনেছে।
২) যারা ভয় এবং ভক্তির সাথে নামাজে অবনত হয়ে থাকে।
৩) যারা বৃথা সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকে।
৪) যারা আত্মা এবং দেহের পবিত্রতা অর্জন করেছে।
৫) যারা সংযম অভ্যাস করে কামরিপুকে দমন করে রেখেছে।
৬) যারা আমানতের খেয়ানত করে না।
৭) যারা অঙ্গীকার এবং শপথ রক্ষা করে চলে।
৮) যারা আজীবন নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে।

ঈমানের শাখা প্রশাখা ষাটের বেশী বলে বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রঃ) বলেছেন---"নিশ্চয়ই জানিও ঈমানের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের অনেকগুলি বিষয়বস্তু রয়েছে।" এরমধ্যে প্রধান কয়েকটি শাখা উপস্থাপন করা হলো :-

১) ফরয ও ওয়াযেব সমূহ
২) মশরু বা জায়েয সমূহ
৩) নির্ধারিত সীমা সমূহ এবং
৪) রসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নাহ সমূহ।

আল্লাহ পাকের কুরআন এবং রাসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নত সমূহের উপর শুধু বিশ্বাস স্থাপনই ঈমান নয়। সকল বিশ্বাসের গভীরে পৌছে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে তাকে আমৃত্যু পর্যন্ত আবৃত করে রাখাই প্রকৃত ঈমান।

www.pathagar.com

ঈমাম বোখারী (রঃ)

ঈমাম বোখারীর (রঃ) আসল নাম ছিল---মোহাম্মদ। তিনি পরিচিত ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ নামে। তাঁর পিতার নাম ছিল মোঃ ইসমাইল। তিনি ১৯৪ হিজরী ১৩ই সাওয়াল শুক্রবারে বোখারা শহরে ভূমিষ্ট হন। তিনি ২৫৬ হিজরী ১লা সাওয়াল শনিবার রাত্রে সমরখন্দে ইন্তেকাল করেন।

ঈমাম বোখারী (রঃ) হাদিস শাস্ত্রে ছিলেন বিশ্ব সম্রাট। বাল্যকাল হতেই তাঁর উপর আল্লাহ পাকের নিদর্শন দেখা যায়। তিনি স্বয়ং বর্ননা করেছেন---"আমি লেখাপড়া আরম্ভ করার পর ১০-বছর বয়সের সময় আমার অন্তর আল্লাহ পাকের তরফ হতে এলহাম হয় যে, আমি যেন হাদিস কণ্ঠস্থ করতে তৎপর হই। তখন হতেই আমি অন্য সব কিছু ছেড়ে হাদিস শিক্ষার প্রতি ধাবিত হলাম।" সহি হাদিস নিয়ে তিনি যে পুস্তক রচনা করেছিলেন, সারা বিশ্বে তাই বোখারী শরীফ নামে পরিচিত হয়ে সুনাম অর্জন করেছে।

সকল স্তরের পাঠকের সুবিধার জন্য এই বোখারী শরীফ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নিচে উপস্থাপন করা হলো। এগুলি সবাই পড়বেন এবং আমলে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নিম্নবর্নিত সবগুলিই রসুলে করীমের (দঃ) উক্তিঃ-

১) যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লাইলাতুল কদরে ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে , সেই
ব্যক্তির পূর্ববর্তী সকল কবিরা ও সগিরা গুনাহ সমূহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন।

২) কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে গালি দেয় , তবে সে ব্যক্তি ফাসেকের কাজ
করলো বলে প্রমানিত হবে। যদি কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের সাথে অহেতুক মারামারি কাটাকাটি করে, তবে সে ব্যক্তি কাফেরের কাজ করলো বলে বিবেচিত হবে।

www.pathagar.com

৩) আল্লাহ পাক পবিত্রতা ছাড়া যেমন নামাজ কবুল করেন না, তেমনি আত্মসাৎকৃত অথবা
অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের সদকাও গ্রহন করেন না।

৪) শহীদ পাঁচ প্রকার। যথা---১) প্লেগ রোগে মৃত্যু ২) কলেরায় মৃত্যু ৩) পানিতে ডুবে মৃত্যু ৪) চাপা পড়ে মৃত্যু ৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গকারী।

৫) একাকী নামায পড়া হতে জামাতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।

৬) মুমিন মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে অন্য মুসলমানের কষ্ট না ঘটে। মোহাজের (ত্যাগী) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করেছে।

৭) মৃত ব্যক্তিদের প্রতি গালাগালি করবে না। এটা পাপ, কারণ তারা স্বীয় আমলের প্রতিফল ভোগের স্থানে পৌছে গিয়েছে।

৮) তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষভাবে আছরের নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নামাযের মধ্যে কোনরূপ কথাবার্তা বলো না।

৯) জুম্মাহর দিনে এমন একটি মূল্যবান সময় আছে, যে সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হোক, আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।

১০) যে ব্যক্তি জানাযার নামাজে উপস্থিত থাকবে সে এক কিরাত সওয়াব পাবে এবং যে দাফন কার্যেও যোগদান করবে , সে দুই কিরাত সাওয়াব পাবে। কিরাত কি জিজ্ঞাসিত হলে রসুলে করীম (দঃ) বললেন এক কিরাত একটা পাহাড়ের সমান।

১১) তোমরা রিয়াকারী (লোক দেখানো কাজ) থেকে বিরত থাকো। কেননা রিয়া হচ্ছে ছোট শিরক। যে ব্যক্তি রিয়াতকারীতে লিপ্ত থাকবে, কিয়ামতের দিন তাকে ক্ষমা করা হবেনা।

১২) অনেক রোযাদার এমন আছে, যাদের রোযা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয়না। আবার অনেক রাত জেগে নামায পড়া লোক আছে, যাদের রাত জাগাই সার হয়।

www.pathagar.com

১৩) মুনাফিকের আলামত তিনটি। সেগুলি হলো : (ক) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। (খ) যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন তা ভঙ্গ করে । (গ) যখন তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হয় , তখন তার খেয়ানত করে।

১৪) যে মুসলমান শিশুদের স্নেহ করেনা এবং মুরব্বীদের যথাযথ সম্মান করেনা, সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়।

১৫) কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজ সম্পর্কে সর্বপ্রথম হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তা হচ্ছে নামায। এর হিসাব দিতে ব্যর্থ হলে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

১৬) আল্লাহ পাক তিন প্রকার ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না। তারা হলোঃ

ক) যাকে জনসাধারণ পছন্দ করেনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নেতা হয়ে জেঁকে বসে।

খ) যে ব্যক্তি জোর করে কোন স্বাধীন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে।

গ) যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর নামায পড়ে থাকে।

১৭) যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করলো, অত:পর ঐ ব্যক্তি তাকে (সুপারিশকারীকে) কোন উপহার পাঠালো। যদি সুপারিশকারী তা গ্রহন করে তাহলে সে একটি গুরুতর ধরণের সুদের কারবার করলো।

১৮) অত্যন্ত পাষান হৃদয় ব্যক্তি, অত্যন্ত কৃপণ, অর্থগৃধ্নু, অহংকারী ব্যক্তি এবং জালিম শাসক সকলের আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

১৯) যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তার কাছে যায় এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব এবং ওহীকে অবিশ্বাস করে।

২০) যে ব্যক্তি বিনা কারণে কোরবানী দেয় না, সে যেন ঈদগাহে না আসে।

২১) ঘুষদাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ড। এদের প্রতি রয়েছে আমার অভিসম্পাত।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআন এবং হাদিস সংরক্ষণের প্রকৃত ইতিহাস।

রসুলে করীমের (দ:) নিকট আল্লাহ পাক বিভিন্ন সময়ে ওহী প্রেরণ করতেন। তখন ব্যাপকভাবে কুরআনের প্রতিটি অক্ষর এবং শব্দ লিপিবদ্ধ করে রাখার গুরুত্ব প্রদান করা হতো। স্বয়ং রসুলে করীম (দ:) সর্বদা চার জন বিখ্যাত লেখককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। যখনই কোন আয়াত নাযিল হতো, তিনি তখনই তাদের একজনকে ডেকে সেই আয়াত লিপিবদ্ধ করাতেন। এর সাথে-সাথে বিশিষ্ট সাহাবীগন সেগুলি মুখস্ত করে রাখতেন। যেহেতু ওহী সমূহ বিচ্ছিন্ন আকারে লেখা হতো, সুতরাং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য রসুলে করীম (দ:) বিশেষ সতর্কতা মূলক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করেছিলেন। সেই যুগের রীতি অনুসারে ওহী সমূহ গাছের পাতা, চামড়া এবং পাথরের উপর লিখে রাখা হতো।

রসুলে করীম (দ:) ইন্তেকাল করেন ৬৩২ খৃস্টাব্দ ১৮ই জুন।তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা:) প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি হযরত ওসমান (রা:) সহ অন্যান্য জ্ঞানী সাহাবীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এবং বিচ্ছিন্ন আকারে লিখিত সুরা এবং আয়াত সমূহকে একত্রিত করেন। তারপর তাঁরা একটা পরিপূর্ণ গ্রন্থের আকারে সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ বের করেন যা রাজধানী মদিনায় সরকারী হেফাযতে রক্ষিত ছিল। এরপর হযরত ওসমান (রা:) খলিফা নিযুক্ত হবার পর উল্লিখিত কুরআন শরীফকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে তাকে পূর্ণতা দান করেন।

রসুলুল্লাহর (দ:) ইন্তেকালের পর ৮৯-বছর পরে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর মহত্ত্ব এবং সীমাহীন গুণাবলী বিশ্ব ইতিহাসের আকাশে দীপ্ত সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর অসাধারন গুণরাজির কারণে আরব বিশ্ব তাঁকে রসুলে করীমের (দ:) সাহাবীগনের মধ্যে "পঞ্চম খোলেফায়ে রাশেদীন" উপাধিতে ভূষিত

www.pathagar.com

করেছিল। এই বিখ্যাত এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি খলিফা নিযুক্ত হবার পর রসুলে করীমের (দঃ) হাদিস সমূহ একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনের কোন আযাত নাযিল হবার সাথে-সাথে রসুলে করীম (দঃ) প্রথমে নিজে মুখস্ত করতেন। মুখস্ত করার এই দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহন করেছিলেন। তারপর রসুলে করীম (দঃ) কর্তৃক নিযুক্ত চারজন জ্ঞানী লেখক সেগুলি লিখে রাখতেন। এইভাবে দীর্ঘ ২৩-বছর পর্যন্ত কুরআনের আয়াত সমূহ ধীরে-ধীরে নাযিল হয়েছিল। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পূর্ণ কুরআনকে সংরক্ষিত করা হয়েছিল।

পবিত্র কুরআন হলো মানবজাতির সার্বিক জীবন বিধান। এই ঐশ্বরিক কিতাবকে ভালভাবে জানাই হলো আল্লাহকে জানা। "আল্লাহর মারেফাত " এর অর্থ হলো আল্লাহকে চেনা এবং তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞান হাসিল করা। এটা কঠিন কোন কাজ নয় , শুধু থাকতে হবে দৃঢ় শপথ এবং আত্মপ্রত্যয়। কারণ এটা মোমিন মুসলমানের ইচ্ছাধীন বিশেষ ক্রিয়া এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক আকাংখা। মনের ভিতরে থাকা যত কলুষতা , সে সকল ধুয়ে-মুছে আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন হতে হবে। এটাই মানবজীবনের চরম কাম্য বস্তু। আল্লাহর মারেফাত যার মধ্যে যত বেশী হবে , আল্লাহর ভয়ও তার মধ্যে তত বেশী দেখা যাবে।

www.pathagar.com

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী যিকির এবং কালিমা। এর অর্থ হলো আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

মানুষের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাময়। এটা এমন একটা বানী যা মুসলমানগন তাদের আযান, ইকামত এবং ধর্মীয় সমাবেশে বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করে থাকেন। এটা এমন একটা কালিমা যার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আসমান যমিন, সৃষ্টি করা হয়েছে সমস্ত মাখলুকাত, তৈরি করা হয়েছে জান্নাত এবং জাহান্নাম। আল্লাহ পাক বলেন---"হে ঈমানদারগন, আল্লাহকে বেশী-বেশী করে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর"। (সুরা আহযাব, আয়াত-৪১)। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাসুলে করিম (দ:) বলেন---এটা সবচেয়ে উত্তম যিকির।

এই সেই কালিমা যার স্বাক্ষী আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজে দিয়েছেন, আরও দিয়েছেন ফেরেস্তাগন। আল্লাহ পাক বলেন---"আল্লাহ স্বাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই , ফেরেস্তা ও জ্ঞানীবর্গও, আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও মহাবিজ্ঞ।" (সুরা ইমরান, আয়াত-১৮)। বান্দার উপর এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের অধিকার, এটাই ইসলামের মূল বক্তব্য এবং বেহেস্তের চাবিকাঠি।

এই কালিমাই সত্যনিষ্ঠার বানী। আল্লাহ পাক বলেন---আমি জ্বিন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আপনার (রাসুল) পূর্বে যেসব নবী-রসুলদের আমি পাঠিয়েছি, তাঁদের এই ওহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো"। (সুরা তাওহীদ এবং সুরা আম্বিয়া)।

www.pathagar.com

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালিমার মর্যাদা এবং ফজিলত সীমাহীন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে এই কালিমা যিকির করবে , আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য , হাতে গোনা কয়েকটি বর্ন এবং শব্দের সমারোহ মাত্র। উচ্চারণও অতি সহজ কিন্তু কেয়ামতের দিন এটি পাল্লায় হবে অনেক ভারী। (বুখারী শরীফ)।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কালিমায় দুটি স্তম্ভ বা রুকন রয়েছে। একটি না-বাচক এবং অপরটি হ্যা-বাচক। না-বাচক কথাটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করা। আর হ্যা-বাচক কথাটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহই সত্য এবং একমাত্র মাবুদ।

এই কালিমা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করলে কোন লাভ নেই। সেটা হবে সময়ের অপচয়। তার পূর্বে এই কালিমার প্রকৃত মর্মের উপর দৃঢ় ঈমান আনতে হবে। এই কালিমার মাধ্যমে যে কথার স্বীকৃতি দান করা হলো, তাতে সামান্যতম সন্দেহ পোষন করা চলবেনা। সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শিরক থেকে মুক্ত থাকবে। এই কালিমার দাবী অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করতে হবে। এর অর্থ, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সমস্ত ফরয এবং ওয়াযিব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং এটা প্রমানিত যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, এটাই মুসলমানদের জীবনকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং পরিচালিত করবে তাদের সমস্ত ইবাদত-বন্দেগী এবং সমস্ত কাজকর্মকে।

www.pathagar.com

গীবৎ (পরনিন্দা) সম্পর্কে পবিত্র কোরআন

<u>অনুমান</u> : হে বিশ্বাসীগন, তোমরা অতিরিক্ত অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কিছু-কিছু অনুমান রয়েছে যা পাপজনক। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করোনা।
(সুরা আল হুজুরাত)

<u>গীবৎ</u> : গীবৎ আরবী শব্দ। এই শব্দটির অর্থ হলো, অপরের সম্পর্কে অনুমান করে মিথ্যা কথা বলা অথবা অপরের নিন্দা করা। পবিত্র কোরআনে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতে তার সম্পর্কে নিন্দা করা হারাম করা হয়েছে। এই সম্পর্কে রসুলে করীম (দ:) বলেছেন-- "আলগীবাতু আশাদ্দু মিনায যিনা"।
অর্থ : গীবৎ করা (যিনা) ব্যাভিচার হতেও খারাপ।

০ এবার দেখা যাক, পবিত্র কোরআনে গীবৎ সম্পর্কে কি ঘোষনা করা হয়েছে :

১) তাদের বলে দিন, সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দাকারীদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (সুরা হুমাজাহ, আয়াত-১/২)
২) আপনি (রাসুল) বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি ভয়াবহ হয়েছে। (সুরা আনআম, আয়াত-২২)
৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী এবং সীমালংঘনকারীকে অপছন্দ করেন এবং কোন পথ প্রদর্শন করেন না। (সুরা মুমিন, আয়াত-২৮)
৪) তোমরা একে-অপরের গীবৎ করো না। গীবতকারীরা তাদের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে। গীবৎ মহাপাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি সবই দেখেন।
(সুরা আল হুজুরাত, আয়াত-১২)

www.pathagar.com

আল বাকারাহ

০ আলিফ-লাম-মীম। এটি রহস্যময়। এর প্রকৃত অর্থ শুধু আল্লাহ পাক জানেন।

১) তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ, আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা মিথ্যা কথা বলার কারণে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করোনা, তারা বলে আমরা সংস্কারক মাত্র। সাবধান তারাই হলো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, অথচ তারা তা বোঝেনা। (আয়াত-১০-১৩)

২) যিনি তোমাদের যমিনকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে ফলাদি সৃষ্টি করে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করোনা। (আয়াত-২২)

৩) যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহমান। আর সেখানে তাদের জন্য বিশুদ্ধা স্ত্রীগন থাকবে, সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (আয়াত-২৫)

৪) তোমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করবে ? বস্তুত: তোমরা ছিলে মৃত, অত:পর তিনি তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন। আবার তোমাদেরকে মৃত্যু বরণ করতে হবে, তোমাদের পুনরায় জীবিত করা হবে, আবার তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (আয়াত-২৮)

৫) আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নির্দেশগুলিকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।
(আয়াত-৩৯)

www.pathagar.com

৬) তোমরা সত্যকে মিশিয়ে দিওনা মিথ্যার সাথে এবং জেনে-শুনে সথ্য গোপন করোনা। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। ধৈর্য ও সালাতের সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। (আয়াত-৪২/৪৩)

৭) আমি তোমাদের যে সব নেয়ামত দান করেছি তা স্মরণ কর। আর আমি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর মর্যাদা দান করেছি। সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো সামান্যতম উপকারেও আসবেনা, কারো সুপারিশও গ্রহন করা হবেনা। কারো থেকে ক্ষতিপূরণও গ্রহন করা হবেনা এবং তারা সাহায্যকৃতও হবেনা। (আয়াত-৪৭/৪৮)

৮) তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে খাও এবং পান কর আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হিসেবে ঘুরে বেড়িও না। (আয়াত-৬১)

৯) তারা কি এতটুকুও জানেনা যে, তারা যা গোপন করে কিংবা যা প্রকাশ করে, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে উম্ম, তারা মিথ্যা অহংকার ছাড়া কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানেনা, তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই। আফসোস, তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিছু লিখে বলে যে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ন। (আয়াত-৭৭/৭৮/৭৯)

১০) হ্যা, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করেছে এবং তার পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, এরূপ লোকেরাই দোযকের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (আয়াত-৮১)

১১) আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্য। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই। (আয়াত-১০৭)

১২) নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। ছালাত (নামাজ) কায়েম কর এবং যাকাত দাও।

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের জন্য যা কিছু পেশ করবে, তা আল্লাহর নিকট হতে পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের প্রত্যক্ষদর্শী। (আয়াত-১১০)

১৩) যারা আল্লাহর মজজিদ সমূহে আল্লাহর নামের আলোচনা থেকে বিরত রাখে এবং মসজিদ ধ্বংস করে দিতে চায়, তাদের থেকে অত্যাচারী আর কে হতে পারে ? তাদের জন্য এই দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্চনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি। পূর্ব এবং পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। (আয়াত-১১৪ হতে ১৬)

১৪) তোমরা সেই দিনকে (কেয়ামত) ভয় কর, যে দিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবেনা এবং কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহন করা হবেনা। কোন সুপারিশও কারো জন্য ফলপ্রদ হবেনা আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবেনা। (আয়াত-১২৩)

১৫) আসমান এবং জমিনের সব কিছুই আল্লাহর মালিকাধীন এবং আদেশানুগত। তিনি আসমান এবং জমিনের আদি স্রষ্টা। যখন তিনি কিছু করতে চান, তখন সেটিকে বলেন---হয়ে যাও। অমনি তা হয়ে যায়। (আয়াত-১৭৮)

১৬) তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগন, তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন। (আয়াত-১৫২/১৫৩)

১৭) নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেস্তাগন ও সকল লোকের অভিসম্পাত। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। চিরকাল তারা অভিসম্পাতের মধ্যে থাকবে। তাদের শাস্তি কখনও হালকা করা হবেনা। (আয়াত-১৬১/১৬২)

www.pathagar.com

১৮) হে মুমিনগন, তোমরা জমিনে উৎপন্ন হালাল ও পবিত্র বস্তু সমূহ খাও। শয়তানের পদাংক অনুসরন করোনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আয়াত-১৬৮)

১৯) হে ঈমানদারগন, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আহার কর পবিত্র বস্তু থেকেযা আমি তোমাদের দান করেছি এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি শুধু তাঁরই বন্দেগী করে থাক। (আয়াত-১৭২)

২০) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ কিতাব থেকে যা কিছু নাজিল করেছেন তা গোপন করে এবং তা অল্প মূল্যে বিক্রয় করে, তারা-তো তাদের পেটে আগুন ভক্ষন করে, আল্লাহ তাদের সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (আয়াত-১৭৪/১৭৫)

২১) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কোন ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে তার পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে উত্তম পন্থায় ওছিয়ত করা ফরজ করা হলো, এটা মুত্তাকীদের জন্য জরুরী। যদি তা শোনার পর কেউ তাতে কোন রকম পরিবর্তন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে, তাদের উপর এর পাপ বর্তাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ। (আয়াত-১৮০ / ১৮১)

২২) পবিত্র রমযান মাস, এ মাসেই কোরআন নাযিল করা হয়েছে , যা মানুষের জন্য হেদায়েত, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্য অসত্যের পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন রোজা রাখে। আমি-তো নিকটেই রয়েছি, প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে, তখন আমি তার প্রার্থনা কবুল করি। সুতরাং তাদের উচিৎ তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে ও আমার উপর ঈমান আনে। (আয়াত-১৮৫ / ১৮৬)

২৩) তোমরা কেউ আত্মীয়-স্বজনদের মাল-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। (আয়াত-১৮৮)

www.pathagar.com

২৪) কখনও সীমা লংঘন করোনা। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (আয়াত-১৯২)

২৫) আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে এবং সে আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখে তার মনে যা আছে সে ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর ঝগড়াটে লোক। (আয়াত-২০৪)

২৬) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, জেনে রাখো যে সঠিক সময়ে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তারই সম্মুখে সমবেত করা হবে। (আয়াত-২০৮)

২৭) তারা (অন্ধের মত মানুষ) কি সেজন্য অপেক্ষা করছে যে আল্লাহ মেঘের ছায়ার আড়াল থেকে তার ফেরেস্তাগন সহ তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবেন এবং সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করে দেবেন?(আয়াত-২১০)

২৮) তারা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কি তারা ব্যয় করবে ? আপনি বলে দিন, যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। তোমরা যা কিছু উত্তম কাজ করবে, আল্লাহ তা সম্যক অবহিত। (আয়াত-২১৫)

২৯) মদ ও জুয়া সম্পর্কে লোকে আপনাকে (রসুল) প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন যে উভয়েই শক্ত গুনাহ। তবে একটাতে (মদ) মানুষের উপকারও নিহিত রয়েছে। কিন্তু উভয়ের গুনাহ উপকার অপেক্ষা অধিক। (আয়াত-২১৯)

৩০) তোমাদের স্ত্রীগন তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো। (আয়াত-২২৩)

৩১) নারীদের জন্য পুরুষদের সুচারুরূপে সে সব অধিকার বর্তাবে যা নারীদের উপর পুরুষদের আছে। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুত: আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী। (আয়াত-২২৮)

৩২) তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে একান্ত বিনীতভাবে দাঁড়াবে। (আয়াত- ২৩৮)

www.pathagar.com

৩৩) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সবকিছুর ধারক। তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা নিদ্রা অথবা তন্দ্রা। আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ? (আয়াত-২৫৫)

৩৪) যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহবিষ্ট করে দেয়। তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ এবং এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। (আয়াত-২৭৫)

৩৫) আসমান এবং যমিনে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহর। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আয়াত-২৮৪)

৩৬) যারা তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে দান করে, তারপর দান করে অনুগৃহীতাকে এবং তাদের কষ্ট দেয়না, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার। তাদের কোন ভয় নেই, তারা কখনই চিন্তিত হবেনা। ভাল কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা চাওয়া উক্ত দানের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং পরম-সহনশীল। (আয়াত-২৬২ / ২৬৩)

৩৭) হে মোমিনগন, তোমরা যা উপার্জন কর, তা হতে পবিত্র বস্তু ব্যয় করো। নিকৃষ্ট কিছু ব্যয় করবার জন্য সংকল্প করোনা। (আয়াত-২৬৭)

৩৮) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে বিশেষ জ্ঞান দান করেন। আর যাকে এই বিশেষ জ্ঞান দেয়া হলো, সে অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হলো। বস্তুতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহন করে থাকে। (আয়াত-২৬৯)

৩৯) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তাও ভাল, আর যদি গোপনে অভাবী লোকদেরকে দান কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য অতি উত্তম। আর আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (আয়াত-২৭১)

www.pathagar.com

৪০) যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে বা প্রকাশ্যে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্যফল তাদের পালনকর্তার কাছে। যারা সুদখোর, তারা কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর প্রাপ্ত লোকদের মত দিশেহারা অবস্থায় দাঁড়াবে। আল্লাহ ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম করেছেন। (আয়াত-২৭৪/২৭৫)

৪১) যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা দু:খিতও হবেনা। (আয়াত-২৭৭)

৪২) হে মুমিনগন, তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন ঋণের আদান-প্রদান করবে, তখন তা লিখে নিও। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী রাখবে। এই সাক্ষীগন উভয় পক্ষের পছন্দনীয় লোক হবে। (আয়াত-২৮২)

সুরা বাকারার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

হযরত ইবনে মাসউদ (রা:) বলেছেন---" সুরা বাকারায় এমন ১০-টি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলি রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তাহলে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দু:শ্চিন্তা থেকে নিরাপদে থাকবে।

আয়াত দশটি হচ্ছে : সুরার প্রথম ৪-আয়াত, মধ্যের ৩-টি অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী, তার পরের ২-টি আয়াত এবং শেষের ৩-টি আয়াত।

বিয়বস্তুর দিক দিয়েও সুরা বাকারাহ সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। যেমন এ সুরায় রয়েছে :

ক) এক হাজার আদেশ।

খ) এক হাজার নিষেধ।

গ) এক হাজার হেকমত।

ঘ) এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী।

www.pathagar.com

সুরা আল ইমরান

১) ইতিপুর্বে আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং সত্য-মিথ্যা পার্থক্যকারী প্রেক্ষাপটে কোরআন নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমুহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (আয়াত-৪)

২) মানুষের জন্য নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা ও রূপার স্তুপ, চিহ্নিত ঘোড়া সমূহ, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষনীয় বস্তুসমূহের প্রেক্ষিতে মনোরম করা হয়েছে। এগুলি হলো পার্থিব জীবনের উপকরণ, বস্তুত: মহান আল্লাহর নিকট হলো উত্তম ঠিকানা। (আয়াত-১৪)

৩) তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিৎ, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে, বস্তুত: তারাই হলো কামিয়াব। (আয়াত-১০৪)

৪) আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। বস্তুত: আল্লাহর দিকেই সকল বস্তু প্রত্যাবর্তন করবে। (আয়াত-১০৯)

৫) হে মুমিনগন, তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খেওনা, আর আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা সফলকাম হও। (আয়াত-১৩০)
৬) তোমরা আল্লাহ এবং রসুলের অনুগত হও যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পার। আর তোমাদের রবের ক্ষমা আর জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যা মুমিনদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (আয়াত-১৩২)

৭) মুহাম্মদ (দ:) তো একজন রসুল ছাড়া কিছু নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রসুল অতীত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান, অথবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপদ হয়ে যাবে ? (আয়াত-১৪৪)

www.pathagar.com

৮) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে পারেনা। তার জন্য একটা নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (আয়াত-১৪৫)

৯) আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। (আয়াত-১৫০)

১০) যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে আপনি (রসুল) কখনও মৃত বলবেন না। বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট হতে রিযিক প্রাপ্ত হন। (আয়াত-১৬৯)

১১) আল্লাহ অনুগ্রহ করে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপনতা করে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর নয়, বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অচিরেই তারা যে ধন-সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করেছে, কিয়ামতের দিন সে সব ধন-সম্পদকে বেঁড়ী বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে। (আয়াত-১৮০)

১২) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। পার্থিব জীবন তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। (আয়াত-১৮৫)

<u>সুরা নিসা</u>

১) আর এতিমদের তাদের মালামাল (সম্পদ) ফিরিয়ে দাও। ভাল মালের সাথে খারাপ মালের পরিবর্তন করোনা। নিশ্চয়ই এটা বড় গুনার কাজ। (আয়াত-২)

২) তোমরা এতিমদের পরীক্ষা করে নেবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌছে। যদি তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে। এতিমের মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করোনা এবং তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলনা। যে স্বচ্ছল সে যেন এতিমরে মাল খরচ না করে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যে সঙ্গ পরিমাণে ভোগ করে। যখন তোমরা

www.pathagar.com

তাদের হাতে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে, তখন স্বাক্ষী রাখবে। পুরুষদের জন্য অংশ আছে যে সম্পত্তিতে যা পিতামাতা ও নিকট আত্মীয় রেখে যায়; এবং নারীদের জন্যও অংশ আছে যে সম্পত্তিতে যা পিতামাতা রেখে যায়, হোক তা অল্প অথবা বেশী তা অকাট্য নির্ধারিত অংশ। (আয়াত-৬/৭)

৩) নিশ্চয়ই যারা এতিমদের ধন-সম্পদ জুলুম করে খায়, তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে। তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আয়াত-১০)

৪) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে ফেলে, তারপর অবিলম্বে তওবা করে। এরূপ লোকের তওবা আল্লাহ্ কবুল করে থাকেন। (আয়াত-১৭)

৫) তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলনা। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করোনা। অবশ্যই আল্লাহ্ হলেন তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (আয়াত-২৯)

৬) তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা যে সম্পদ ছেড়ে যায়, আমি তাতে তাদের ওয়ারিস নির্ধারণ করেছি, তোমরা তাদের অংশ দিয়ে দাও। (আয়াত-৩৩)

৭) তোমরা আল্লাহর এবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করোনা। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর আর নিকট আত্মীয়দের সাথেও। আর এতিম, মিসকিন, পাড়া-প্রতিবেশী, মুসাফির এবং দাস-দাসীদের সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী ও গর্বকারী লোকদের ভালবাসেন না। (আয়াত-৩৬)

৮) তোমাদের কেউ যখন সম্ভাষন (সালাম) জানায়, তখন তোমরা তার চাইতে উত্তম বা অনুরূপ শব্দে তার সালামের জবাব দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হলেন প্রত্যেক বস্তুর উপর হিসাব রক্ষক। (আয়াত-৮৬)

৯) দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো। অত:পর তোমরা নিয়মানুযায়ী নামাজ কায়েম

www.pathagar.com

করো। নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে নামাজ পড়া মুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে। (আয়াত-১০৩)

১০) সেই সমস্ত লোক যারা মানুষদের কাছ থেকে সত্য গোপন করে বস্তুত: তারা আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই গোপন করতে পারেনা। আল্লাহর অপছন্দীয় কথা নিয়ে রাতে যখন তারা পরামর্শ করে, তখন আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন। (আয়াত-১০৮)

১১) আর এই পথে যে পাপ অর্জন করে, তার অর্জন তার উপরই পতিত হবে, বস্তুত: আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। (আয়াত-১১১)

১২) যে ভুল কাজ করে অথবা পাপ অর্জন করে, অত:পর সে তা কোন নিরপরাধের উপর চাপিয়ে দেয়, সে প্রকাশ্য গুনাহর বোঝা তার নিজের মাথায় উঠিয়ে নিল। (আয়াত-১১২)

১৩) যারা অসৎ কাজ করবে, তারা তার শাস্তিভোগ করবে, বস্তুত: তার জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাওয়া যাবেনা। (আয়াত-১২৩)

১৪) হে মুমিনগন, তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য দাও। তোমরা যদি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল, অথবা সত্য কথা পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে জেনে রাখ যে নিশ্চয়ই তোমরা যা করছো, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। (আয়াত-১৩৫)

১৫) নিশ্চয়ই মুনাফিকগন আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে থাকে, বস্তুত: তিনি এই ধোঁকাবাজির শাস্তি দেবেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন তারা লোক দেখানোর জন্য অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা আল্লাহর কথা অল্প স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই স্মরণ করেনা। (আয়াত-১৪২)

১৬) আল্লাহ কারো মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে, সে কথা আলাদা। (আয়াত-১৪৮)

www.pathagar.com

১৭) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলগনকে অবিশ্বাস করে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, এরাই হলো প্রকৃত কাফের। (আয়াত-১৫০/১৫১)

১৮) হে মুমিনগন, তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করোনা, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলোনা। (আয়াত-১৭১)

সুরা আল মায়িদাহ

১) তোমাদের উপর মৃত জন্তু, তার রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা জন্তু, গলা টিপে মারা জন্তু, আঘাতে মৃত জন্তু, উপর থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিংহের আঘাতে মৃত জন্তু, যজ্ঞবেদীতে হত্যা করা জন্তু হারাম করা হলো। (আয়াত-৩)

২) হে মুমিনগন, তোমরা যখন ছালাত কায়েম করতে ইচ্ছে করবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, কনুই, দুটি হাত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর, উভয় গোড়ালির গিটসহ দুটি পা ধুয়ে নাও। (আয়াত-৬)

৩) আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এরূপ লোকদের যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে, তারা দোযকের অধিবাসী। (আয়াত-৯ /১০)

৪) আসমান ও জমিনের সকল আধিপত্য আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (আয়াত-৪০)

৫) আপনি (রসুল) তাদের অধিকাংশকে দেখতে পাবেন যে তারা পাপে, সীমা লংঘনে এবং হারাম ভক্ষণের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, এটা অতি নিকৃষ্টতম কাজ। (আয়াত-৬২)

www.pathagar.com

৬) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর, যার কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের উপকার বা অপকার করবার। আল্লাহ সব শুনেন এবং সব জানেন। তোমরা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) সম্পর্কে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করোনা। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়েছে, তাদের অনুসরণ করোনা। (আয়াত-৭৬/৭৭)

৭) যারা ঈমান এনেছো, তোমরা হারাম করোনা সেসব উৎকৃষ্ট বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা লংঘন করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (আয়াত-৮৭)

৮) রাসুলের দায়িত্ব তো শুধু আমার ওহী প্রচার করা। আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। (আয়াত-৯৯)

৯) হে মোমিনগন, মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজা এবং ভাগ্য নির্ধারক (ভাগ্য গননা) শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। (আয়াত-৯০)

সুরা আন আম

১) তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অত:পর মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় তারই নিকট রয়েছে। তারপরও তোমরা সন্দেহ করছো? তিনিই আল্লাহ আসমান এবং যমিনে। তিনি জানেন তোমাদের গোপন এবং তোমাদের প্রকাশ্য সবকিছু। তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।
(আয়াত-২/৩)

২) আপনি (রাসুল) বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, তারপর দেখ যারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল। আসমান এবং যমিনে যা কিছু আছে তার মালিকনা আল্লাহর। তিনি অনুগ্রহ করাকে নিজের কর্তব্য হিসেবে স্থির করে নিয়েছেন। তিন অবশ্যই কেয়ামতের দিন সবাইকে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। (আয়াত-১১/১২)

www.pathagar.com

৩) তার চেয়ে বড় যালিম কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবেনা। (আয়াত-২১)

৪) বস্তুত: পার্থিব জীবন খেলা তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে পরকালের আবাস মুত্তাকীদের জন্য উত্তম, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (আয়াত-৩২)

৫) আমি-তো কেবল সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে রাসুলদের প্রেরণ করে থাকি। তারপর যে ঈমান আনল এবং নিজেকে সংশোধন করলো, তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দু:খিতও হবেনা। (আয়াত-৪৮)

৬) আপনি (রসুল) বলে দিন, আমি বলি না যে আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। আমি একথাও বলিনা যে আমি ফেরেসতা। আমার নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয় আমি শুধু তারই অনুসরন করি। আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান? আপনি সতর্ক করুন যে তাদের একত্র করা হবে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় যে, তারা ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবেনা। আশা করা যায় তারা সতর্ক থাকবে। (আয়াত- ৫০ /৫১)

৭) আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল পরাক্রমশালী। এমন-কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেসতাগণ তার জান কবজ করে এবং তারা কোন ত্রুটি করেনা। তারপর তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর নিকট তাদের পৌছানো হবে। সাবধান নির্দেশ তাঁরই বস্তুত: তিনি সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী। (আয়াত-৬১/৬২)

৮) আল্লাহ ব্যতীত মানুষের জন্য কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী নেই। সে যদি দুনিয়ার সব কিছুই বিনিময় স্বরূপ দেয়, তবুও তা তার থেকে গ্রহন করা হবেনা। এরাই-তো তারা যারা যা অর্জন করেছে, তার কারণে ফেঁসে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানির যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (আয়াত-৭০)

www.pathagar.com

৯) সকল বস্তুই তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি তোমাদের পালনকর্তা, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করো। (আয়াত-১০১/১০২)

১০) নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সীমা লংঘনকারীদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সব গুনাহ পরিত্যাগ কর, অবশ্যই যারা পাপ অর্জন করে, অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিদান দেয়া হবে।
(আয়াত-১১৯/১২০)

১১) এতিম সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা ভাল উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের কাছেও যাবেনা। পরিমাপ ও ওজন ঠিকভাবে পুরোপুরি করে দেবে। (আয়াত-১৫২)

১২) যে একটি নেক আমল (ভাল কাজ) করবে, সে তার দশগুণ সওয়াব পাবে। আর যে একটি বদ আমল করবে, তাকে তার সমতুল্য শাস্তিই দেয়া হবে। বস্তুতঃ সে অত্যাচারিত হবেনা। আয়াত-১৬০)

সূরা আল আরাফ

১) এটি একটি কিতাব, আপনার (রাসুল) প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সংকীর্ণতা না থাকে এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে। এই কিতাব মুমিনদের জন্য উপদেশ।
(আয়াত-২)

২) তোমরা প্রত্যেক সেজদার (নামাজের) সময় ভাল পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও এবং পান কর, অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না। (আয়াত-৩১)

৩) যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং তা থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা। (আয়াত-৪০)

www.pathagar.com

৪) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি আসমান এবং জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (আয়াত-৫০)

৫) যারা তাদের দ্বীনকে (ধর্ম) তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব যেমনি তারা এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল। (আয়াত-৫১)

৬) নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। আল্লাহ্ বরকতময় এবং সারা বিশ্বের প্রতিপালক। (আয়াত-৫৪)

৭) যাকে আল্লাহ্ পথ দেখান সেই পথপ্রাপ্ত হয় এবং যাদের তিনি বিপথগামী করেন, বস্তুতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমি দোজকের জন্য বহু মানুষ এবং জ্বিন সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু বিবেচনা করেনা। তাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু দেখেনা। তাদের কান রয়েছে, কিন্তু শোনেনা। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতম। (আয়াত-১৭৮ / ১৭৯)

৮) তারা আপনাকে (রাসুল) প্রশ্ন করে যে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? আপনি বলে দিন, তার জ্ঞান-তো আমার পালনকর্তার নিকটে আছে। তিনিই তা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন। (আয়াত-১৮৭)

৯) তারা কি এমন সত্ত্বাকে শরীক সাব্যস্ত করেছে যে কিছুই সৃষ্টি করেনি বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা তাদের সাহায্য করতে পারেনা, এমন কি তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারেনা। (আয়াত-১৯১/১৯২)

১০) যখন কুরআন শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা চুপচাপ থাক এবং মনযোগের সাথে শোন। যেন তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও। (আয়াত-২০৪)

www.pathagar.com

সূরা আল আনফাল

১) তারা আপনাকে (রাসুল) জিজ্ঞাসা করে যুদ্ধ হতে পাওয়া মালামাল সম্পর্কে। আপনি বলে দিন যুদ্ধলব্ধ মালামাল আল্লাহর এবং তার রাসুলের। যদি তোমরা মুমিন হও তবে আনুগত্য কর আল্লাহর এবং তাঁর রাসুলের। যারা নামাজ কায়েম করে, আর আমি যা তাদেরকে রিযিক হিসেবে দান করেছি তারা যেন তার থেকে ব্যয় করে। (আয়াত-১-৩)

২) আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে তাঁর বাণীর মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হোক এবং কাফেরদের মুলোচ্ছেদ করা হোক। যেন সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। যদিও পাপিষ্ঠরা তা অপছন্দ করে।
(আয়াত-৭/৮)

৩) যখন আপনার (রাসুল) পালনকর্তা ফেরেস্তাদের জানিয়ে দিলেন যে আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মুমিনদের স্থির রাখ, আমি শীঘ্রই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। অত:পর তাদের ঘাড়ের উপর এবং তাদের প্রতিটি হাড়ের জোড়ায় আঘাত করা হবে। এটা এই জন্য যে, যেহেতু তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরোধিতা করেছে। (আয়াত-১২/১৩)

৪) হে মুমিনগন, তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখী হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা। যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। (আয়াত-১৬/১৭)

৫) যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ এবং তার রাসুলের। তোরা যখন তাঁর কথা শুনছো, তখন তা থেকে বিমুখ হয়ো না। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে---আমরা শুনেছি। আসলে তারা শোনে না। নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতম জীব আল্লাহর কাছে ঐসব বধির ও মূক ব্যক্তি যারা অনুধাবন করেনা। (আয়াত-২০-২২)

www.pathagar.com

৬) আপনি (রাসুল) কাফেরদের বলে দিন, তারা যদি বিরত হয়, তাহলে তাদের পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (আয়াত-৩৮)

৭) আর জেনে রাখ, শত্রু সম্পত্তি থেকে যা কিছু গনিমতের মাল হিসাবে পাবে, তার পঞ্চমাংশ হলো আল্লাহ ও রাসুলের জন্য, নিকট আত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য। (আয়াত-৪১)

সুরা তাওবা

১) আর জেনে রাখ যে তোমরা (বিধর্মী) আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। অথচ আল্লাহ নিঃসন্দেহে কাফেরদিগকে লাঞ্চিত করবেন।

(আযাত-২)

২) যারা কোন মুমিনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও প্রতিশ্রুতির মর্যদা দেয়না, বস্তুতঃ তারাই হলো সীমা লংঘনকারী। তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনের ভাই। আমি জ্ঞানবান জাতির জন্য আয়াত সমূহ বিস্তারিত বর্ননা করে থাকি। (আয়াত-১১/১২)

৩) তিনিই তো আল্লাহ যিনি নিজের রসুলকে হেদায়েত (কুরআন) ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করেন। (আয়াত-৩৩)

৪) যেদিন আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিন থেকেই কিতাবে আল্লাহর নিকট মাসগুলির সংখ্যা হয়েছে বারটি। তার থেকে চারটি হলো সম্মানিত মাস, এগুলি হলো প্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান।

(আয়াত-৩৬)

৫) ছদকা সমূহ হলো, গরীবদের জন্য, মিসকিনদের জন্য, ইসলামের দিকে যাদের হৃদয় আকর্ষন করা প্রয়োজন তাদের জন্য, গোলাম মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের জন্য এবং

www.pathagar.com

মুসাফিরদের জন্য। এসব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যয়ের খাত। (আয়াত-৬০)

৬) মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারী তারা পরস্পর বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে সুন্দর বাসস্থান বস্তুত: আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই হলো মহান সাফল্য।

(আয়াত-৭১/৭২)

৭) প্রাণ খুলে ছদকা দাতাদেরকে যারা ইশারায় দোষারোপ করে, আল্লাহ তাদের বিদ্রুপের জবাব দেবেন। বস্তুত: তাদের জন্য রয়েছে মহা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (আয়াত-৭৯)

৮) একদল লোক আছে যারা নিজেদের পাপ কাজগুলি স্বীকার করে, তারা নেক কাজের সাথে অন্য বদ কাজ মিশ্রিত করেছে। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। হে রাসুল, আপনি তাদেরকে (মুনাফিক) পবিত্র ও বিশুদ্ধ করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা গ্রহন করুন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য শান্তির কারণ হবে। (আয়াত-১০২/১০৩)

৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, শত্রুদের হত্যা করবে এবং নিজেরা নিহত হবে। (আয়াত-১১১)

১০) নিশ্চয়ই আসমান এবং জমিনের সকল সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনিই জীবন এবং মৃত্যু দান করেন। তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত আর কোন বন্ধু এবং সাহায্যকারী নেই। (আয়াত-১১৬)

www.pathagar.com

সূরা ইউনুস

১) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা-তো তিনিই যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অত:পর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়ে কার্য পরিচালনা করছেন। তার অনুমতি ব্যতীত কোন সুপারিশকারী নেই। সুতরাং তোমরা তারই ইবাদত করো। (আয়াত-৩)

২) তোমাদের সবাইকে তার (আল্লাহ্) নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। নি:সন্দেহে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তিনিই তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। (আয়াত-৪)

৩) যে সব লোক আমার সাক্ষাতলাভের আশা রাখেনা এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, এমন লোকদের ঠিকানা হবে দোজকের আগুন। (আয়াত-৭/৮)

৪) যখন মানুষকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমন হয়ে যায়, যেন সে আমাকে কখনও ডাকেনি।
(আয়াত-১২)

৫) তোমরা স্মরণ কর সেদিনকার (কেয়ামত) কথা, যেদিন আমি সবাইকে একত্র করবো, তারপর যারা শিরক করতো তাদেরকে বলবো, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ-নিজ স্থানে স্থির থাক। অত:পর আমি তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব। (আয়াত-২৮)

৬) আপনি (রাসুল) বলে দিন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন আমি আমার নিজের জন্যও কোন ক্ষতির এবং কোন উপকারের অধিকারী নই। প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় (মৃত্যু) নির্ধারিত রয়েছে। যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকাল পেছনে অথবা সামনেও অগ্রসর হতে পারবেনা। (আয়াত-৪৯)

www.pathagar.com

৭) নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। নি:সন্দেহে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদেরকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আয়াত-৫৫/৫৬)

৮) আপনি (রাসুল) কখনও তাদের দলভূক্ত হবেন না যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাহলে আপনিও ক্ষতিগ্রস্তদের সামিল হয়ে পড়বেন। (আয়াত-৯৫)

৯) আপনি (রাসুল) আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন সত্ত্বাকে ডাকবেন না, যে আপনার উপকার অথবা অপকারও করতে পারেনা। আপনি যদি এরূপ করেন, তাহলে আপনি যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বেন।
(আয়াত-১০৩)

১০) আপনার (রাসুল) নিকট যে ওহী আসে, আপনি তারই অনুসরণ করুন। আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করুন। বস্তুত: তিনিই হলেন উত্তম নির্দেশদাতা। (আয়াত-১০৯)

সুরা হুদ

১) আল্লাহই সেই মহা সত্ত্বা যিনি আসমান সমূহ এবং জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। সে সময়ে তাঁর আরশ ছিল পানির উপর, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে তোমাদের মধ্য থেকে কে উত্তম কর্মশীল। (আয়াত-৭)

২) যদি আমি মানুষকে আমার তরফ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, তারপর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেই, তাহলে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (আয়াত-৯)

www.pathagar.com

৩) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং তাদের পালনকর্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তারাই হবে জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (আয়াত-২৩)

৪) আমি (রাসুল) তোমাদের বলিনা যে আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, আর আমি দাবী করিনা যে আমি গায়েব (যাদু) জানি, আমি এ দাবিও করিনা যে আমি ফেরেস্তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় আমি তাদের সম্বন্ধে বলিনা যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও কল্যাণ দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ কথা বললে আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বো।
(আয়াত-৩১)

৫) তোমরা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে মাপ এবং ওজন করবে এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দেবেনা। আর তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। (আযাত-৮৫)

৬) নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, সেই ব্যক্তির জন্য, যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। এটাতো সেদিন (কেয়ামত) যেদিন সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে এবং সেদিন প্রত্যেককে হাজির করা হবে। নির্ধারিত সময় ব্যতীত, সেদিনকে আমি আর কোন কারণেই বিলম্ব করবো না। যখন সেদিন (কেয়ামত) আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কিছু হবে দূর্ভাগা এবং কিছু হবে ভাগ্যবান। যারা দূর্ভাগা তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তাদের চীৎকার এবং আর্তনাদ চলতে থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর যারা ভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। এ দান অফুরন্ত। (আয়াত-১০৩ হতে ১০৮)

www.pathagar.com

সূরা ইউসুফ

১) নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় নাজিল করেছি, যেন তোমরা বুঝতে পার। (আয়াত-২)

২) আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান দেবার অধিকার নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না। এটাই হলো প্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (আয়াত-৪০)

সূরা আর রাদ

১) আল্লাহ বিস্তৃত করেছেন ভূমন্ডলকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা, নদ-নদী এবং সেখানে নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনকে রাত্রি দিয়ে আবৃত করেন। এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে। (আয়াত-৩)

২) তোমাদের মধ্য থেকে যে চুপি-চুপি কথা বলে অথবা প্রকাশ্যে কথা বলে, আর সে রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করুক অথবা চলাফেরা করুক, সবই আল্লাহ্র নিকট সমান। (আয়াত-১০)

প্রত্যেক মানুষের জন্য তার সামনে এবং পেছনে ফেরেশতা রয়েছে যাদের পালাক্রমে বদলী করা হয়ে থাকে, যারা আল্লাহ্র নির্দেশে তার হেফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে। (আয়াত-১১)

৩) আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে, তারা এবং তাদের ছায়াগুলি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকাল এবং সন্ধ্যায় আল্লাহকে সিজদা করে।
(আয়াত-১৫)

www.pathagar.com

৩) আপনি (রসুল) বলে দিন, আসমান এবং যমিনের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্। তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছ? তারা-তো নিজেদেরও লাভ-ক্ষতি কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা। (আয়াত-১৬)

৬) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে প্রচুর রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে তা সংকীর্ণ করে দেন। কিন্তু তারা পার্থিব বিষয় নিয়ে উল্লাস করে। অথচ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্য ভোগ্যসামগ্রী মাত্র। (আয়াত-২৬)

সুরা ইব্রাহিম

১) এই কোরআন একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি। যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, তাদের রবের নির্দেশে, প্রবল প্রতাপশালী, প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথের দিকে। তিনি আল্লাহ্, আসমানে ও যমিনে যা কিছু আছে তা তারই। আর কঠোর শাস্তির দুর্গতি কাফেরদের জন্য। (আয়াত-১/২)

২) তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত সমূহ গননা কর, তাহলে সেগুলিকে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানবজাতি বড়ই যালিম এবং অকৃতজ্ঞ। (আয়াত-৩৪)

৩) হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে যেদিন হিসাব গ্রহন (কিয়ামত) করা হবে। (আয়াত-৪১)

৪) আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত-কর্মের প্রতিদান দেবেন। নিঃশ্চয়ই তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী। এটাতো (কুরআন) মানব জাতির জন্য একটি ঘোষনাপত্র। যেন এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা যায়। তারা

www.pathagar.com

যাতে জানতে পারে যে তিনি হলেন একক "ইলাহ" আর যেন বুদ্ধিমান মানুষ এটা থেকে উপদেশ লাভ করে। (আয়াত-৫১/৫২)

সূরা আল হিজর

১) আমি ফেরেস্তাদের প্রেরণ করি শুধু আমার নির্দেশ জারীর জন্য। আমি কুরআন নাজিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক। (আয়াত-৮/৯)

২) আর নিশ্চয়ই আমিই-তো জীবন দান এবং মৃত্যু দান করি। আর আমিই হলাম চূড়ান্ত অধিকারী। আর আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদেরকেও জানি। অবশ্যই আপনার রব তাদেরকে একত্রিত করবেন। (আয়াত-২৩ হতে ২৫)

৩) আর আমিই-তো কংকরময় মাটির মন্ড থেকে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি। তার পূর্বে আমি জ্বিন জাতিকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি। (আয়াত-২৬)

৪) আর আপনার পালনকর্তা ফেরেস্তাদের যখন বললেন, আমি মাটির মন্ড থেকে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি। তখন তোমরা তাকে সেজদা করবে। অত:পর ফেরেস্তাগন সকলে একসাথে সেজদা করলো। কিন্তু **ইবলিশ** সেজদা করতে অস্বীকার করলো। তখন আল্লাহ বললেন, হে ইবলিশ তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হলে না ? ইবলিশ বললো, আমি সে মানবকে সেজদা করবো না যাকে আপনি মাটির মন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। তখন আল্লাহ বললেন, তাহলে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা তুমি-তো বিতাড়িত। তোমার উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (আয়াত-২৭ হতে ৩৫)

৫) আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম হলো তাদের (পথ-হারাদের) সবার প্রতিশ্রুত স্থান। জাহান্নামে রয়েছে সাতটি দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদেরকে আলাদা-আলাদা করে বন্ঠন করে দেয়া হয়েছে। (আয়াত-৪৩/৪৪)

www.pathagar.com

৬) নিশ্চয়ই আপনার রবই মহাশ্রষ্ঠা এবং সর্বজ্ঞ। আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বারবার পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহা কোরআন। (আয়াত-৮৬/৮৭)

সূরা নাহল

১) তিনিই-তো মানব জাতিকে শুক্র কণিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন, এতদসত্বেও সে ঝগড়াটে হয়ে গেছে। (আয়াত-৪)

২) আল্লাহ সাগরকে নিয়ন্ত্রন করেছেন যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোসত (মাছ) খেতে পার, আর সেখান থেকে তোমাদের ব্যবহার্য অলংকার বের করতে পার। অআর তিনি পৃথিবীতে গুরুভার পর্বতমালা স্থপন করেছেন যাতে তোমাদেরকে নিয়ে তা দুলতে না পারে। তিনি বিভিন্ন নদ-নদী ও নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যে পৌছাতে পার। (আয়াত-১৪/১৫)

৩) তোমাদের ইলাহ এক। সুতরাং যারা আখেরাতে ঈমান আনেনা, তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং অহংকারী। আল্লাহ অবশ্যই জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই অহংকারীদের ভালবাসেন না। (আয়াত- ২২/২৩)

৪) আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে কসম করে বলে, যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। অবশ্যই করবেন, এই ওয়াদা আলারহর নিজের, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (আয়াত-৩৮)

৫) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছে করি, তখন তার জন্য আমি বলি---"হয়ে যাও"। ফলে তা হয়ে যায়। (আয়াত-৪০)

www.pathagar.com

৬) তোমরা দুই মাবুদ বলো না। তিনি তো একই মাবুদ। অতএব, তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় কর। আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। আর তাঁর মনোনীত জীবন বিধান চিরস্থায়ী। (আয়াত-৫১/৫২)

৭) আর খেজুর ফল ও আঙ্গুর থেকে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর। অবশ্যই এতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন। (আয়াত-৬৭)

৮) আল্লাহ মৌমাছিদের নির্দেশ দিলেন যে তোমরা পাহাড়ের গুহায় আর গাছপালা মাচানে ঘর (মৌচাক) তৈরি কর। তারপর প্রত্যেক ফল থেকে খাও এবং তোমাদের পালনকর্তার পরিষ্কার পথে এগিয়ে যাও। মৌমাছিদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) বের হয়। তাতে মানুষের জন্য রোগ আরোগ্যের উপাদান রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন। (আয়াত-৬৮/৬৯)

৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচার, কল্যাণ ও নিকট আত্মীয়দেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। আর অশ্লীল, মন্দ কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। তোমরা যখন আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করবে তখন তা পূরণ করবে। পাকাপাকি কসম করার পর তা কখনই ভঙ্গ করোনা। (আয়াত-৯০/৯১)

১০) যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে মুমিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী। আমি অবশ্যই তাকে দান করবো এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (আয়াত-৯৭)

১১) তোমাদের মুখে যেমনি মিথ্যা কথা আসে, তেমনিভাবে আল্লাহর উপর মনগড়া মিথ্যা কথা বলোনা যে, এটা হালাল আর ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মনগড়া মিথ্যা কথা বলে, তারা কখনই সফলকাম হয়না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।(আয়াত-১১৬)

www.pathagar.com

সূরা বনী ইসরাইল

১) (শবে মেরাজ) তিনি পবিত্র মহিমময়, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকছা পর্যন্ত রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন। যার চতুষ্পার্শকে আমি বরকতময় করেছি। যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখাতে পারি। (আয়াত-১)

২) আর তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের উভয়ই তোমাদের নিকট বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়, তাহলেও তোমরা তাদেরকে "উহ" বলোনা এবং ধমকও দিওনা। আর তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বল। তাদের সামনে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থাক আর প্রার্থনা কর, হে আমার রব, তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (আয়াত-২৩/২৪)

৩) নিকট আত্মীয়, অসহায় মিসকিন এবং মুসাফিরের হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করে সম্পদ উড়িয়ে দিওনা। নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (আয়াত-২৬/২৭)

৪) তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করোনা। তোমরা একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়োনা এবং তারপর একেবারে মুক্তহস্ত হয়োনা। (আয়াত-২৯)

৫) তোমরা ব্যাভিচারের কাছেও যেও না। অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা। (আয়াত-৩২)

৬) কল্যাণকর উদ্দেশ্য ছাড়া, এতিম প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তোমরা এতিমের সম্পদের ধারে কাছে যাবেনা। তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। নিশ্চয়ই এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (আয়াত-৩৪)

৭) কোন দ্রব্য মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা অতি উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (আয়াত-৩৫)

www.pathagar.com

৮) আপনি (রাসুল) আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন সর্বদা উত্তম কথা বলে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। শয়তানতো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (আয়াত-৫৩)

৯) আপনি (রাসুল) সূর্য ডোবার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত ছালাত কায়েম করুন আর ফজরে কুরআন পাঠ করুন। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ সাক্ষ্য হিসেবে পরিগনিত হবে। আর রাতের অংশে আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। অচিরেই আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করবেন। (আয়াত-৭৮)

১০) আর রাত্রির কিছু অংশের মধ্যে তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা আপনার (রাসুল) জন্য অতিরিক্ত। আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (আয়াত-৭৯)

১১) আপনি (রসুল) বলে দিন যে আমার পালনকর্তা পবিত্র। আমি-তো একজন মানুষ রসুল ছাড়া আর কিছুই নই। (আয়াত-৯৩)

১২) আমি কুরআনকে যথাযথ পন্থায় নাজিল করেছি। আমি আপনাকে (রসুল) সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী ছাড়া আর কোন কাজে পাঠাইনি। আমি কোরআনকে পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করে নাযিল করেছি, যেন আপনি তা মানুষের কাছে থেমে-থেমে পাঠ করতে পারেন। আমি কোরআনকে ক্রমান্বয়ে নাযিল করেছি। (আয়াত-১০৫/১০৬)

১৩) আপনি (রসুল) বলে দিন, তোমরা আল্লাহকে ডাক অথবা রহমানকে ডাক। যে নামেই ডাক না কেন, সব উত্তম নামই তাঁর। আর আপনি আপনার নামাজে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করবেন না এবং চুপে-চুপেও পড়বেন না। বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অন্বেষণ করবেন। (আয়াত-১১০)

www.pathagar.com

সূরা আল কাহফ

১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে তিনি কোনপ্রকার বক্রতা রাখেননি। তিনি একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন তা তাঁর কঠোর আযাব সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করে এবং মুমিনদের সুসংবাদ প্রদান করে যারা নেক কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। (আয়াত-১/২)

২) আল্লাহ যাকে পথ দেখান, বস্তুতঃ সে-ই পথের দিশা পায়। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি (রসুল) তার জন্য কখনো কোন সাহায্যকারী ও পথ দেখাবার মত লোক পাবেন না। (আয়াত-১৭)

৩) কোন বস্তু সম্পর্কে নিশ্চয়ই "আগামী কাল করবো" একথা আপনি (রসুল) কখনও বলবেন না। "আলাহ্ যদি ইচ্ছা করেন" বলা ছাড়া। আপনি যদি তা বলতে ভুলে যান তাহলে আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন। (আয়াত-২৩/২৪)

৪) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে , আমি তাদের প্রতিদান দেব। তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত। তার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। তাদেরকে চিকন রেশমী সবুজ কাপড় পরিধান করতে দেয়া হবে এবং তারা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে। (আয়াত-৩০/৩১)

৫) ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা মাত্র। আর স্থায়ী নেক আমল সমূহ আপনার পালনকর্তার নিকট প্রতিদান হিসাবে উত্তম। আর যেদিন আমি পাহাড় সমূহকে চলমান করবো , সেদিন আপনি এই জমিনকে প্রকাশ্য মাঠ হিসাবেই দেখতে পাবেন। অত:পর সেখানে তাদের সবাইকে একত্রিত করবো। তাদের সবাইকে আপনার

www.pathagar.com

পালনকর্তার সামনে কাতারবন্দী করে হাজির করা হবে। আমি মানুষকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছি, ঠিক সেভাবেই আমার কাছে হাজির করা হবে। (আয়াত-৪৬ হতে ৪৮)

৬) আর আমি যখন ফেরেস্তাদের বললাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর। তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করলো। ইবলিস ছিল জ্বিন জাতির বংশোদ্ভুত, তাই সে পালনকর্তার আদেশ অমান্য করলো। (আয়াত-৫০)

৭) নিশ্চয়ই আমি কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। (আয়াত-৫৪)

৮) আপনি (রাসুল) বলে দিন, আমি-তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী পৌছানো হচ্ছে যে তোমাদের মাবুদ এক , সুতরাং যে তার মাবুদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক না করে। (আয়াত-১১০)

সুরা মারিয়াম

১) চিরস্থায়ী জান্নাত, আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে অদৃশ্য থেকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নি:সন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হবে। তারা সেখানে শান্তির বানী ব্যতীত কোন বাজে কথা শুনবে না। তাদেরকে সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় খাদ্য দান করা হবে। এটাই সেই জান্নাত আমার পরহেজগার বান্দাদেরকে যার উত্তরাধিকার করবো।

(আয়াত-৬১ হতে ৬৩)

২) আমি অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং মোনাফিকদের এবং পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় হাজির করবই। অত:পর আমি পৃথক করে ফেলবো প্রত্যেক দল থেকে

www.pathagar.com

তাদেরকে যারা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য ছিল। আর আমিতো ঐসব লোকদেরেকে খুব ভালভাবে জানি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের জন্য অধিক যোগ্য। (আয়াত-৬৮ হতে ৭০)

৩) আমি তো এই কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন আপনি এর সাহায্যে পরহেজদারদের সুসংবাদ দিতে এবং ঝগড়াটে লোকদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন। (আয়াত-৯৭)

সুরা তাহা

১) আমি-তো আপনাকে (রসুল) কষ্ট দেবার জন্য আপনার উপর কুরআন নাজিল করিনি। যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য এটা উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাতো যিনি যমিন ও সুউচ্চ আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন তারই পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। (আয়াত-২ হতে ৪)

২) কিয়ামত নিশ্চয়ই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী কর্মফল লাভ করে।
(আয়াত-১৫)

৩) আল্লাহ যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তোমাদের জন্য চলাচলের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করেছেন। আসমান থেকে পানি বর্ষন করেছেন। অত:পর আমি সে পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য নির্গত করেছি। যা থেকে তোমরা খাও এবং তোমাদের পশুপাল চরাও। (আয়াত-৫৩/৫৪)

৪) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং এ থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করা হবে।
(আয়াত-৫৫)

৫) যে ব্যক্তি অপরাধীরূপে রবের সম্মুখে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি মুমিনরূপে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে, এমন লোকদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা অনন্ত বাসের উপযোগী জান্নাত, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (আয়াত-৭৪/৭৫/৭৬)

www.pathagar.com

৬) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, আমি অপরাধীদের সেদিন এমন অবস্থায় একত্রিত করবো যে তাদের চক্ষু ফ্যাকাশে নীল বর্নের হয়ে যাবে। তারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলবে---তোমরা কেবলমাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি বলবে, তোমরাতো কেবলমাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

(আয়াত-১০২ হতে ১০৪)

৭) যার কথায় দয়াময় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (আয়াত-১০৯)

৮) এমনিভাবে আমি তাদের প্রতিফল দেব যারা সীমা লংঘন করে এবং তার রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না। আখেরাতের আযাব অবশ্যই অতি ভয়ানক ও অধিক স্থায়ী। (আয়াত-১২৭)

সূরা আম্বিয়া

১) প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। আমি তোমাদের ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করবো। বস্তুতঃ তোমরা আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে। (আয়াত-৩৫)

২) আমি তোমাদের সকলের পালনকর্তা, অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো। মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছে। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (আযাত-৯২/৯৩)

সূরা আল হাজ্ব

১) কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে তোমরা কোন সন্দেহ করোনা। যারা কবরে রয়েছে, তাদেরকে বিচারের জন্য পুনরায় জীবিত করা হবে।
(আয়াত-৭)

www.pathagar.com

২) এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্ত্বাকে ডাকে, যে তার ক্ষতি এবং ভাল কিছুই করতে পারেনা। এটাই হলো এসব লোকের ভয়ংকর অপরাধ। (আয়াত-১২)

৩) আল্লাহর ঘরের জন্য উৎসর্গীকৃত উটগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন করে দিয়েছি। তাতে তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অত:পর তাদের (কোরবাণীর জন্য) সারিবদ্ধভাবে জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। তারপর যখন সেগুলি এক পাশে কাত হয়ে পড়বে, তখন তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং অল্পে তুষ্ট ধৈর্যশীলদের (আত্মীয়) এবং অধৈর্য মিসকিনদের খেতে দাও।
(আয়াত-৩৬)

৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের বিপদ দূর করে দেন। নি:সন্দেহে তিনি চরম বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞদের পছন্দ করেন না। (আয়াত-৩৮)

৫) যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর শহীদ অথবা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যে তারা এটি পছন্দ করবে। (আয়াত-৫৮/৫৯)

<u>সূরা আল মুমেনুন</u>

১) সে সব মুমিন অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যারা নামাজে বিনয় সহকারে অবনত হয়। আর যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে এবং যারা ঠিকমত যাকাত প্রদান করে। (আয়াত-১ হতে ৫)

২) যারা নিজেদের গুপ্তাঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রীগণ এবং বাঁদী-দাসীগন ব্যতীত, কেননা তারা এদের ব্যাপারে তিরস্কৃত হবেনা। অত:পর যারা এদেরকে ছাড়া অন্যদের কামনা করবে, তারাই হলো সীমা লংঘনকারী। (আয়াত-৬/৭)

৩) তিনিই (আল্লাহ) জীবনদান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। দিন ও রাতের পরিবর্তনও তারই কাজ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (আয়াত-৮০)

সূরা আন নূর

১) ব্যভিচারিনী নারী এবং ব্যাভিচারী পুরুষ---তাদের প্রত্যেককে একশো করে কোড়া মার। আর একদল মুমিন যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (আয়াত-২)

২) হে মুমিনগন, তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং ঘরে অবস্থানরত অধিবাসীদের সালাম করা ব্যতীত প্রবেশ করোনা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (আয়াত-২৭)

সূরা ফুরকান

১) মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি ইচ্ছে করলে আপনাকে দিতে পারেন অতি উত্তম বস্তু। অনেক বাগ-বাগিচা যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং আরও প্রসাদসমূহ।। কিন্তু তারা তো কেয়ামত অস্বীকার করে, আমি তাদের জন্য দোযক প্রস্তুত করে রেখেছি। (আয়াত-১০/১১)

২) তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ এবং বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা আর দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়। (আয়াত-৪৭)

সূরা শু'আরা

১) সেদিন (কেয়ামতের দিন) কোন কাজে আসবেনা তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি। তবে কেবল সেই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে পবিত্র বিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে। সেদিন জান্নাত মোত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে এবং জাহান্নাম বিপদগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে। (আয়াত-৮৮ হতে ৯১)

www.pathagar.com

২) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসুল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। (আয়াত-১০৭)

৩) সম্পূর্ন মাপ দাও এবং ক্ষতি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। লোকদের তাদের বস্তু কম দিওনা এবং জমিনে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হিসেবে বেড়িও না। (আয়াত-১৮২/১৮৩)

সুরা আন নামল

১) এগুলো তো আল কুরআন ও স্পষ্ট কিতাবের আয়াত। মুমিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ। যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, তারাই-তো পরকালের উপর দৃঢ় আস্থা রাখে।
(আয়াত-১ হতে ৩)

২) আল্লাহ ছাড়া আসমান এবং যমিনের কেউ গায়েবের (আখেরাত) খবর জানেনা এবং তারা এও জানে না যে, তাদেরকে কখন জীবিত করা হবে। বরং আখেরাত সম্পর্কে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, তারা এ বিষয়ে অন্ধ।
(আয়াত-৬৫/৬৬)

৩) আমি কুরআন পাঠ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যে হেদায়েত গ্রহন করবে, সে-তো নিজের উপকারের জন্যই এটা গ্রহন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে, আপনি বলে দিন, আমি-তো শুধু একজন সতর্ককারী মাত্র।
(আয়াত-৯২)

সুরা আল কাসাস

১) আপনার রব জানেন যা কিছু তারা তাদের অন্তরে গোপন রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে, তিনিই তো আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন

www.pathagar.com

মাবুদ নেই। ইহকাল ও পরকালের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, বিধান তাঁরই এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (আয়াত-৬৯/৭০)

২) আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন তার দ্বারা পরকালের ঘর অন্বেষণ কর। দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেমন অনুগ্রহ করেছেন, তোমরা তা গ্রহন কর এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। (আয়াত-৭৭)

৩) যে কেউ সৎকাজ করবে, সে তার থেকে দ্বিগুন সওয়াব পাবে। আর যে মন্দ কাজ করবে তাকে সেই অনুপাতেই শাস্তি প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তি নেক কাজ নিয়ে আসবে, সে তার চেয়ে উত্তম ফল পাবে। আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদেরকে তাদের কর্ম পরিমাণই প্রতিফল দেয়া হবে। (আয়াত-৮৩/৮৪)

সূরা আনকাবুত

১) মানুষেরা কি ধারনা করে রয়েছে যে "আমরা ঈমান এনেছি" একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ? অবশ্যই তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। (আয়াত-২)

২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সেই নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু জানেন। (আয়াত-৫)

৩) আমি মানব জাতিকে তাদের পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের সাথে এবং সুন্দর আচরণ করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। (আয়াত-৮)

৪) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করেন। বস্তুত: তোমরা তাঁরই দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে। তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (আয়াত-২১)

www.pathagar.com

৫) যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে কর্ম সম্পাদনকারী (সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহন করে,তাদের উদাহরণ হলো মাকড়সার মত। সে যে ঘর তৈরি করেছে, তা কতই না দূর্বল। (আয়াত-৪১)

৬) আল্লাহ আসমান এবং যমিনসমূহ যথার্থরূপেই সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তাতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। আপনি কুরআন পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (আয়াত-৪৪/৪৫)

৭) প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। তারপর তোমরা আমারই নিকট ফিরে আসবে। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের প্রাসাদে স্থান দেব। (আয়াত-৫৭/৫৮)

৮) এই পার্থিব জীবন তো খেলাধুলা ছাড়া আর কিছু নয়। বস্তুত: আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানতো। (আয়াত-৬৪)

সুরা আর রূম

১) আল্লাহ প্রথমে সুষ্টি করেন, অত:পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন, তারপর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে আসবে। যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন অপরাধীরা অবশ্যই নিরাশ হয়ে পড়বে। (আয়াত-১১/১২)

২) তিনি (আল্লাহ) মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন আর যমীনকে শুকিয়ে যাবার পর সুজলা-সুফলা করেন। এভাবে তোমাদেরকেও বের করা হবে। তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা এখন সমগ্র বিশ্বে মানুষ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছ। (আয়াত-১৯/২০)

৩) আপনি (রাসুল) আত্মীয়-স্বজনকে, মিসকিন এবং মুসাফিরদের তাদের প্রাপ্য দিয়ে দিন। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য

www.pathagar.com

এটা উত্তম। মানুষের ধনসম্পদে তোমাদের ধনসম্পদ বাড়বে আশায় তোমরা যে সুদের কারবার কর, তা আল্লাহর নিকট মোটেই বাড়েনা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত দাও, সেই সম্পদ দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পায়। (আয়াত-৩৮/৩৯)

৪) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তারপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন। তারপর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে একত্রিত করবেন। (আয়াত-৪০)

সূরা লোকমান

১) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (আয়াত-৮/৯)

২) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দান করেছি। তাদের মাতা কত কষ্ট করে তাকে গর্ভে লালন করেছেন। তার বুকের দুধ ছাড়ানোর সময় দুই বছর। তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (আয়াত-১৪)

৩) মানুষের সাথে মুখ ভেংচিয়ে কথা বলো না এবং জমিনে অহংকারের সাথে পদচারনা করো না। আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (আয়াত-১৮)

সূরা সাজদা

১) তারা বলে এই কোরআন আপনি (রাসুল) রচনা করে নিয়েছেন। আপনি বলে দিন, এটা আপনার রবের পক্ষ হতে আগত সত্য, যেন আপনি এমন লোকদের সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা সত্যের পথ প্রাপ্ত হবে। (আয়াত-৩)

www.pathagar.com

২) আল্লাহ আসমান সমূহ, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। (আয়াত-৪)

৩) আপনি (রাসুল) বলে দিন তোমাদের মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ সংহার করবে, তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (আয়াত-১১)

৪) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরুপ রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাত। (আযাত-১৯)

৫) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াত সমূহের দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার থেকে অধিক যালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমি সেই অপরাধীকে শাস্তি দেব। (আয়াত-২২)

সুরা আহযাব

১) আর আপনি (রাসুল) অনুসরণ করুন তার, যা আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে আপনার রবের তরফ থেকে। মানুষেরা যা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। (আয়াত-২)

২) যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করেন, তাঁরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করেন না। মুহাম্মদ (দঃ) তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন। তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী। (আয়াত-৩৯)

৩) হে নবী, নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগনকে হালাল করে দিয়েছি, আপনি যাদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করে নিয়েছেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আল্লাহ গনীমত হিসেবে আপনাকে দান করেছেন। (আয়াত-৫০)

www.pathagar.com

৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত প্রেরণ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফেরেস্তারাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা করে। যারা ঈমান এনেছো, তোমরাও নবীর জন্য রহমত প্রার্থনা কর এবং তাঁর প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক। (আয়াত-৫৬)

৫) হে রাসুল, আপনি আপনার পত্নীদের, আপনার কন্যাদের এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের ওড়না নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, ফলে তারা নির্যাতিতা হবেনা। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। (আয়াত- ৫৯)

৬) হে মুমিনগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কখনই মিথ্যা কথা বলো না। (আয়াত-৭০)

সুরা সাবাহ

১) আল্লাহ পুরস্কৃত করেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (আয়াত-৪/৫)

২) আল্লাহ যাকে অনুমতি দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত, আর কারো সুপারিশ গ্রহনযোগ্য হবেনা। এবং সেই সুপারিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন উপকারে আসবে না। (আয়াত-২৩)

৩) আমি-তো আপনাকে (রাসুল) সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। (আয়াত-২৮)

৪) আপনি (রসুল) বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে না। কিন্তু যারা

www.pathagar.com

ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বহুগুণ প্রতিদান। (আয়াত-৩৬/৩৭)

সুরা ফাতির

১) হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমিন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। (আযাত-৩)

২) আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর তোমাদেরকে এক জোড়ায় মিলন ঘটিয়েছেন। কোন মহিলা আল্লাহর জানা ব্যতীত গর্ভধারণ করেনা এবং সন্তানও প্রসব করেনা। (আয়াত-১১)

৩) অন্ধ এবং চক্ষুসমান সমান নয়। অন্ধকার ও আলো সমান নয়। ছায়া আর রৌদ্র সমান নয়। জীবিত ও মৃত সমান নয়। যারা কবরে শায়িত আপনি (রসুল) তাদেরকে কিছু শোনাতে পারবেন না। আপনি তো সতর্ককারী ছাড়া কিছুই নন। (আয়াত-১৯ হতে ২৩)

সুরা ইয়াসিন

১) আপনি কেবল তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাকে ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। (আয়াত-১১)

২) নিশ্চয়ই আমি মৃতদেরকে জীবিত করবো এবং তারা জীবিতাবস্থায় যা পেশ করেছে সেগুলি এবং তাদের কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করবো।

(আয়াত-১২)

www.pathagar.com

৩) আর সূর্য তার নির্ধারিত স্থানে পরিভ্রমন করে থাকে। এসব মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ। আর চাঁদকেও আমি কক্ষপথ সমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছি। অবশেষে সে খেজুরের পুরাতন শাখার মত হয়ে পরিবর্তিত হয়। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় যে সে চাঁদকে ধরতে পারবে। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ কক্ষপথে ভেসে বেড়াচ্ছে।

(আয়াত-৩৮ হতে ৪০)

৪) আর আমি যাকে বেশী বয়স দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে থাকি। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (আয়াত-৬৮)

সুরা সাফ্ফাত

১) নিশ্চয়ই সেদিন (কেয়ামত) পাপ অর্জনকারীগন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহন করবে। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের কথা আলাদা। তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে শ্রেষ্ঠ খাদ্য এবং ফল-মূল। বস্তুতঃ তারা হলো নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে সম্মানিত মেহমান। বসার আসনে তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে।

তাদের নিকট ঘুরে-ঘুরে পরিবেশন করা হবে তরল পানীয় পূর্ণ গ্লাস। যা পরিষ্কার সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তার মধ্যে কোন নেশাজাত দ্রব্য থাকেবে না এবং তা পানে মাথা ঘুরবে না। আর তাদের কাছে থাকবে, দৃষ্টিনতকারিনী বিস্তৃত চোখের হূরগন। তারা যেন গোপন স্থানে রক্ষিত ডিমের মত। অত:পর তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (আয়াত-৩৮ হতে ৪৯)

সুরা সাদ

১) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি কি তাদেরকে ঐসব লোকদের সমান করে দেব, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়? এই কোরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি যা আপনার

www.pathagar.com

মাধ্যমে নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহন করে। (আয়াত-২৮/২৯)

২) আর নি:সন্দেহে, আল্লাহ ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা , সুন্দর জান্নাত। তারা সেখানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে। আর তারা পাবে অনেক ফল এবং পানীয়। আর তাদের নিকট নতদৃষ্টি সম্পন্ন অনেক তরুণী থাকবে। (আয়াত-৪৯ হতে ৫২)

৩) এই কোরআন তো বিশ্ববাসীদের জন্য এক উপদেশ মাত্র। আর অনতিকাল পরে অবশ্যই তোমরা এর সংবাদ জানতে পারবে।
(আয়াত-৮৭/৮৮)

সূরা আয যুমার

১) আপনি (রসুল) জেনে রাখুন, খাঁটি ইবাদত আল্লাহর জন্য। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে কর্ম সম্পাদনকারী (সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহন করেছে, তারা বলে আমরা-তো তাদের উপাসনা এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মিথ্যাবাদী আর অবিশ্বাসীদের হেদায়েত করেন না। (আয়াত-৩)

২) যদি তোমরা কুফরী কর তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বীয় বান্দাদের পক্ষ হতে কুফরী পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। (আয়াত-৭)

৩) তারা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহন করেছে? আপনি (রসুল) তাদের বলে দিন,তারা যদিও কোন কিছুর মালিক না হয় এবং বুদ্ধি না রাখে, তবুও কি? আপনি বলুন, সকল সুপারিশের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ। (আয়াত-৪৩)

www.pathagar.com

৪) আপনি (রসুল) বলে দিন, সকল সুপারিশের মালিক তো শুধুমাত্র আল্লাহ। তাঁরই জন্য রয়েছে আসমান সমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্ব। তারপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (আযাত-৪৪)

৫) হে মুমিনগন, তোমরা যারা সীমা লংঘন করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি হলেন ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (আয়াত-৫৩)

৬) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। অহংকারীদের বাসস্থান জাহান্নামে। (আয়াত-৬০)

সুরা আল মুমিন

১) সেদিন (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা করেছে, তার প্রতিদান দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা, কারণ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহনকারী। আর আপনি (রসুল) তাদেরকে সেই আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। যালিমদের জন্য কোন খাঁটি বন্ধুও হবেনা এবং কোন সুপারিশ গ্রহনযোগ্য অথবা কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। (আয়াত-১৭/১৮)

২) যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে, সে কেবল তদানুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষ অথবা নারী হোক, সে যদি মুমিন হয় তবে তারা বেহেস্তে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের অপরিমিত রিযিক দেয়া হবে। (আয়াত-৪০)

৩) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করেনা। তোমরা আমার নিকট দোয়া প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। (আয়াত-৫৯/৬০)

www.pathagar.com

৪) যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং যেহেতু তোমরা দুনিয়ায় অহংকার করতে, সুতরাং তোমরা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল। অহংকারীদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট।

(আয়াত-৭৫/৭৬)

হা-মীম আস সাজদা

১) আপনি (রাসুল) বলুন, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ মাত্র একজন, অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। যারা যাকাত দেয়না এবং আখেরাতে ঈমান রাখে না, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। (আযাত-৬/৭)

২) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে , তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার যা কখনও রহিত হবেনা। (আয়াত-৮)

৩) আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি এটাই---জাহান্নাম। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য অনন্ত আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ। (আয়াত-২৮)

৪) আপনি (রাসুল) বলুন, এই কোরআন মুমিনদের জন্য হেদায়েত এবং রোগের প্রতিকার। কিন্তু যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং এ কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্বস্বরূপ। তারা এমন যে, তাদেরকে যেন বহু দূর থেকে আহ্বান করা হয়। (আয়াত-৪৪)

৫) আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর যখন তাকে কোন আপদ-বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (আয়াত-৫১)

www.pathagar.com

সুরা আল গাসিয়া

১) ঘিরে ধরা খবর কি আপনার (রসুল) কাছে পৌছেছে ? সেদিন কতিপয় চেহারা হবে লাঞ্চিত, পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত। তারা সবাই উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (আয়াত-১ হতে ৪)

২) তোমরা কখনই পার্থিব জীবনের প্রাধান্য দিও না। পরকালই তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা। (আয়াত-১৭)

৩) তারা কি পাহাড় সমূহকে দেখছে না যে সেগুলোকে কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? তারা কি যমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না যে কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে? আপনি (রসুল) উপদেশ দিতে থাকুন, যেহেতু আপনি-তো হচ্ছেন শুধু উপদেশ দাতা। আপনি-তো তাদের উপর দারোগা নন। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং কুফরী করেছে তার কথা আলাদা। আল্লাহ্ তাকে গুরুতর শাস্তি দেবেন।

(আয়াত-১৯ হতে ২৪)

সুরা আল কালম

১) নিশ্চয়ই আপনার রব খুব ভালভাবে জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তিনি সঠিক পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও অধিক অবগত আছেন। অতএব আপনি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করবেন না।
(আয়াত-৭)

২) আপনি (রাসুল) এমন ব্যক্তির অনুসরণ কনবেন না, যে কথায়-কথায় কসম করে, যে হীন প্রকৃতির, যে পশ্চাতে খুব দুর্নাম রটনাকারী এবং যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। (আয়াত-১০/১১)

৩) যে ব্যক্তি উত্তম কাজ করতে বাধা দেয়, সে অবশ্যই সীমা লংঘন করে। সে পাপিষ্ঠ, স্বভাবে কঠোর এবং কুখ্যাত। (আয়াত-১২)

www.pathagar.com

সূরা মুযাম্মিল

১) যারা অবৈধ বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে এবং মিথ্যাবাদীদের আমার হাতে ছেড়ে দিন। আপনি তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে শিকল এবং অগ্নিকুন্ড। (আয়াত-১১)

২) তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় তা পাঠ কর, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর। বস্তুত: তোমরা যা কিছু আগে পাঠাবে, তাই আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার হিসেবে পাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আয়াত-২০)

সূরা শূরা

১) যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করেছে, আল্লাহ তাদের উপর লক্ষ্য রাখেন, তাদের উপর আপনার (রসুল) কোন দায়িত্ব নেই। (আয়াত-৬)

২) আমি আরবী ভাষায় কোরআনকে ওহীরূপে নাজিল করেছি, যেন আপনি সতর্ক করেন মক্কাবাসীদেরকে এবং তার আশেপাশের লোকদেরকে এবং সতর্ক করেন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে যার সংঘটন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। সেদিন একদল বেহেস্তে এবং একদল দোযকে প্রবেশ করবে। (আয়াত-৭)

৩) তারা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করেছে? বস্তুত: আল্লাহ, তিনিই অভিভাবক এবং তিনিই মৃতদেরকে জীবনদান করেন। তিনিই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আয়াত-৯)

৪) আল্লাহ নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপ সমূহ ক্ষমা করেন। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের দোয়া কবুল করবেন। (আয়াত-২৫)

www.pathagar.com

৫) তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান অথবা যমজ সন্তান দান করে থাকেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। (আয়াত-৪৯/৫০)

সুরা যুখরুফ

১) নিশ্চয়ই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে তোমরা ভালভাবে বুঝতে পার। (আয়াত-৩)

২) যারা আমার আয়াত সমূহকে বিশ্বাস করেছে, বস্তুতঃ তারাই হলো খাঁটি মুসলমান। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের নিকট স্বর্ণের তৈরি থালা ও গ্লাস পরিবেশন করা হবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে, তাদের মন যা চায় এবং চোখ যাতে তৃপ্তিলাভ করে সবকিছু। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (আয়াত-৬৯ হতে ৭২)

৩) আল্লাহ বরকতময় সেই সত্ত্বা, যিনি আসমান এবং যমিন এবং এই দুয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিক। কেয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই কাছে রয়েছে এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (আয়াত-৮৫)

সুরা দুখান

১) স্পষ্ট কিতাবের শপথ। নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি হলাম সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয়। (আয়াত-২ হতে ৪)

২) নিশ্চয়ই ফায়সালার (কিয়ামত) দিন তাদের সবার জন্য হবে নির্ধারিত সময়। যেদিন বন্ধু তার বন্ধুর কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যকৃতও হবেনা। (আয়াত-৪০/ ৪১)

www.pathagar.com

৩) নিশ্চয়ই পরহেজগার ব্যক্তিগন নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে উদ্যান এবং ঝরনার মাঝে। তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমের পোশাক এবং সামনা-সামনি হয়ে বসবে। এভাবেই আমি তাদেরকে আনত চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিয়ে করিয়ে দেব।

(আয়াত-৫১ হতে ৫৪)

সুরা জাছিয়া

১) এই কোরআন, পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আসমান ও যমিনে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (আয়াত-২/৩)

২) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী এবং পাপচারীর জন্য রয়েছে মহা দুর্ভোগ।

(আয়াত-৭)

৩) মুনাফিকদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা করেছে তা তাদের কোন উপকারে আসবেনা। তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের নিজেদের কার্যনির্বাহী হিসেবে গ্রহন করেছে, তারাও তাদের কোন উপকারে আসবে না। তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে মহা শাস্তি। আপনি (রাসুল) মুমিনদের বলুন, যারা সৎ কাজ করছে, তারা নিজেদের কল্যাণের জন্যই করছে। আর যারা অসৎ কাজ করছে, তার দায়-দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে।

(আয়াত-১০ হতে ১৪)

৪) এই কোরআন সকল মানুষের জন্য জ্ঞানবত্তার দলিল এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য রয়েছে হেদায়েত ও রহমত। (আয়াত-২০)

৫) যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন মুনাফিকগন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেদিন আপনি (রসুল) প্রত্যেক উম্মতকে নতজানু অবস্থায় দেখবেন। প্রত্যেক উম্মতকে নিজ-নিজ আমলনামার দিকে ডাকা হবে। তারা যা করতো আজ তার প্রতিদান দেয়া হবে। আমার কাছে রক্ষিত আমলনামা

www.pathagar.com

তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎ কাজ করেছে, তাদের পালনকর্তা তাদের উপর রহমত দাখিল করবেন।(আয়াত-২৭ হতে ৩০)

সুরা আহকাফ

১) আপনি (রাসুল) বলুন, আমি-তো কোন নতুন রাসুল নই। আমি জানিনা, আমার এবং তোমাদের মধ্যে কি ব্যবহার করা হবে। আমি শুধুমাত্র তাই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে। আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক ছাড়া কিছু নই। (আয়াত-৯)

২) আমি মানুষকে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য চরম আদেশ দিয়েছি , তার জননী বহু কষ্ট করে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং স্তন ছাড়তে লেগেছে ৩০-মাস। (আয়াত-১৫)

সুরা মুহাম্মদ

১) যারা কুফরী করে এবং অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্ম বিনিষ্ট করে দেন। আর যারা ঈমান এনে নেক কাজ করেছে এবং রসুলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতেও ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের সব গুনাহ মার্জনা করবেন।

(আয়াত-১/২)

২) যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি পরহেজগারদের দেয়া হয়েছে, তার উপমা, তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু, শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেখানে আরও রয়েছে রকমারি ফলমূল। (আয়াত-১৫)

www.pathagar.com

৩) হে বিশ্বাসীগন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর, তোমরা নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। যারা অবিশ্বাসী তারা মারা যায় কাফের অবস্থায়। (আয়াত-৩৩/৩৪)

সুরা আল ফাতাহ

১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (রসুল) প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। যাতে মুমিনগন আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং তাকে সাহায্য ও সম্মান করে। নিশ্চয়ই যারা আপনার (রসুল) আনুগত্য স্বীকার করে, তারা-তো আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করে থাকে। (আয়াত-৮ হতে ১০)

২) যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস করেনা, আমি সে সব অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (আযাত-১৩)

৩) আল্লাহ তার রসুলকে সুপথ ও সত্য ধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত হতে পারেন। (আয়াত-২৮)

সুরা আল হুজুরাত

১) মুমিনরা তো পরস্পর ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যেন তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। তোমরা অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করোনা। তোমরা দোষারোপ করোনা পরস্পরের প্রতি এবং একে অপরের মন্দ নামে আহ্বান করোনা। (আয়াত-১০/১১)

২) হে বিশ্বাসীগন, তোমরা অতিরিক্ত অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কিছু-কিছু অনুমান রয়েছে যা পাপজনক। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয়

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করো না। তোমরা একে অপরের গীবত করো না। গীবতকারীরা তাদের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষন করবে। (আয়াত-১২)

৩) হে বিশ্বাসীগন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (আয়াত-১৩)

৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান এবং যমিনের সকল গোপন বিষয় জানেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (আয়াত-১৮)

সূরা কাফ

১) আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষন করি এবং তা দিয়ে বাগ-বাগিচা এবং কৃষিজাত শষ্য উৎপন্ন করা হয় এবং লম্বা লম্বা খেজুর গাছ , যাতে রয়েছে ঘন গুচ্ছ আমার বান্দাদের রিযিকের জন্য। আর আমি বৃষ্টি দিয়ে মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই মৃতদেরকে পুনরায় যমিন থেকে বের করা হবে। (আয়াত ৯ হতে ১১)

২) নিশ্চয়ই আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি , তার অন্তর তাকে যে প্ররোচনা দেয় তাও আমি জানি এবং আমি তার কণ্ঠশিরা হতেও অধিক নিকটতম। যখন দুই ফেরেস্তা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা গ্রহন করে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

(আয়াত-১৫ হতে ১৭)

৩) যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, সেদিন মানুষ নিশ্চিতভাবে সেই ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পাবে, সেই দিনই কবর থেকে বের হবার দিন। সেদিন ভূমন্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। আমারই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন।

(আয়াত-৪১ হতে ৪৩)

www.pathagar.com

সূরা যারিয়াত

১) হে রাসুল, আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তো তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করোনা। আমি তো তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (আয়াত-৫০/৫১)

সূরা তূর

১) মিথ্যাবাদীদের জন্য সেদিন (কেয়ামত) হবে বড়ই দুর্ভোগের। যারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে অনর্থকভাবে লিপ্ত থাকে।

(আয়াত-১১/১২)

২) আমি জান্নাতীদের ফলমূল ও গোস্ত দ্বারা সাহায্য করবো যা তারা চাইবে। সেখানে তারা একে অপরকে পানপাত্র দেবে যাতে নেই কোন পাপকর্ম। তাদের সামনে সুরক্ষিত মোতি সদৃশ্য কিশোরগণ তাদের সেবায় নিযুক্ত থাকবে। (আয়াত-২২ থেকে ২৪)

৩) যারা যালিম, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। আর আপনি ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন আপনার রবের আদেশের জন্য। আপনি তো আছেন আমার চোখের সামনে। (আয়াত-৪৭/৪৮)

সূরা নাজম

১) তাঁকে (রাসুল) এক শক্তিশালী ফেরেস্তা (জিব্রাইল) শিক্ষাদান করেন। সহজাত শক্তি সম্পন্ন সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল এবং উর্ধ দিগন্তে। অত:পর সে নিকটবর্তী হলো এবং ঝুলে গেল। এমনকি দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন তিনি তার সেবকের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তাই করলেন। যা তিনি (রাসুল) দেখেছেন তাঁর অন্তর

www.pathagar.com

তা মিথ্যে বলেনি। তবে কি তোমরা সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা তিনি দেখেছেন? এবং নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আর একবার দেখেছিলেন মুনতাহার কাছে যার নিকটে রয়েছে বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটির দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। হয়নি তার দৃষ্টিভ্রম এবং তিনি সীমালংঘনও করেননি। নিশ্চয়ই তিনি তার প্রভুর মহান নিদর্শন সমূহ অবলোকন করেছেন। (আয়াত- ৫ হতে ১৮)

২) পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল মঙ্গল আল্লাহর হাতে। আসমানে অসংখ্য ফেরেস্তা রয়েছে তাদেরও কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পছন্দ করেন এবং অনুমতি দেন। (আয়াত-২৬)

৩) অতএব তোমরা নিজেদের প্রশংসা করোনা। আল্লাহ ভাল জানেন কোন ব্যক্তি সংযমী। আপনি (রসুল) কি তাকে অবলোকন করেছেন যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, দান করে সামান্য এবং পাষান হয়ে যায়।
(আয়াত-৩২/৩৩)

৪) তোমাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে সবকিছুর পরিসমাপ্তি। তিনি হাসান, তিনিই কাঁদান। তিনিই মারেন এবং বাঁচান। তিনি সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী এবং এক বিন্দু বীর্য থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়।
(আয়াত-৪২ থেকে ৪৬)

৫) অতীতের সতর্ককারীদের মত তিনিও (রাসুল) একজন সতর্ককারী মাত্র। কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। তোমরা এই কথায় আশ্চর্যবোধ করছো ?
(আয়াত-৫৬/৫৭)

সুরা আর রহমান

১) পরিমাপের সময় তোমরা কম-বেশী করো না। আর ন্যায়পরায়নতার সাথে তোমরা ওজন কায়েম কর এবং ওজনে ও পরিমাপে কম দিওনা।
(আয়াত-৮/৯)

www.pathagar.com

২) তারা সেখানে (জান্নাতে) রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে এবং তাদের নিকট ঝুলতে থাকবে উভয় উদ্যানের ফলমূল সমূহ। সেখানে রয়েছে আনত-নয়না রমণীগন যাদেরকে ইতিপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ অথবা জ্বিন। (আয়াত-৫৪ থেকে ৫৬)

সুরা আল ওয়াকিয়া

১) (কিয়ামত সম্পর্কীয়) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, পৃথিবী প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।
পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অত:পর তা উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণা হয়ে যাবে। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে :-
ডান : অনন্তর যারা ডান দিকের দল তারা কতই ভাগ্যবান।
বাম : আর যারা বামদিকের দল তারা কতই না হতভাগ্য।
অগ্রবর্তী : এবং অগ্রবর্তীগন তো অগ্রবর্তীই।

তারাই (ডান এবং অগ্রবর্তী) হবে নৈকাঠ্যশীল এবং তারা থাকবে অবদানের উদ্যান সমূহে। তারা বসবে স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরের দল। পান পাত্র, কুঁজা এবং খাঁটি সুরা পূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে যা পান করলে তাদের শির:পীড়া হবে না এবং তারা বিকারগ্রস্ত (মাতাল) হবে না। তাদের পছন্দ অনুযায়ী ফলমূল নিয়ে এবং পাখীর গোস্ত যা তারা আকাংখা করবে। সেখানে আরও থাকবে সুলোচনা সুন্দরীগন যারা আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়। নিশ্চয়ই আমি জান্নাতের রমণীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। অত:পর তাদেরকে চিরকুমারী করে রেখেছি, চিত্তাকর্ষক ও সমবয়স্কা। (আয়াত-১ হতে ৩৭)

২) আমিই তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারন করে রেখেছি এবং আমি অক্ষম নই। (আয়াত-৬০)

www.pathagar.com

সুরা হাদীদ

১) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহর, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। তিনিই আদি এবং তিনিই শেষ। তিনি ছয় দিনে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। (আয়াত-২ হতে ৪)

২) কে আছে যে আল্লাহকে দেবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহুগুণে এটাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য। মহা পুরষ্কার রয়েছে তার জন্য।
(আয়াত-১১)

৩) হে বিশ্বাসীগন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রসুলের প্রতি ঈমান আন। তবে তিনি তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুন অংশ দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (আয়াত-২৮)

সুরা মুজাদালাহ

১) হে মুমিনগন, তোমরা যখন রসুলের সাথে পরামর্শ করতে ইচ্ছা কর, তখন তোমাদের পরামর্শের পূর্বে ছদকা পেশ কর, এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্রতর। তোমরা যদি তা দিতে সক্ষম না হও, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। (আয়াত-১২/১৩)

২) যে জাতি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে, আপনি (রসুল) তাদের সাথে থাকবেন। যারা আল্লাহ ও রসুলের সাথে শত্রুতা পোষন করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন না। (আয়াত-২২)

সুরা হাশর

১) মুনাফেকদের দৃষ্টান্ত শয়তান। সে মানুষকে বলে---কুফরী কর। অত:পর যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তো প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।
(আয়াত-১৬)

www.pathagar.com

২) আমি যদি এই কোরআনকে পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে দেখতেন পাহাড় বিদীর্ন হয়ে গেছে। মানুষের জন্য আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ননা করি যাতে তারা চিন্তা করে। (আয়াত-২১)

সুরা মুমতাহীনা

১) কেয়ামতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (আয়াত-৩)

সুরা সাফ

১) ঐ ব্যক্তির চেয়ে যালিম কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হচ্ছে? আল্লাহ যালিম জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। তিনিই রাসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীন নিয়ে, যাতে তিনি সকল ধর্মের উপর ইসলামকে প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে থাকে।

(আয়াত-৭ ও ৯)

সুরা জুম্মাহ

১) হে মুমিনগন, জুমার দিন যখন তোমাদের নামাজের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবার জন্য দৌড় দাও এবং সব বেচা-কেনা বন্ধ করে দাও। তোমরা যদি জ্ঞানী হও, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। অত:পর যখন নামাজ শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষন করবে। (আয়াত-৯/১০)

সুরা মুনাফিকুন

১) আর আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। আল্লাহ কখনও কাউকে

www.pathagar.com

অবকাশ দেন না, যখন তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। (আয়াত- ১০/১১)

সূরা তাগাবুন

১) আসমান সমূহ ও যমিনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। তোমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু কর তাও তিনি জানেন। আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন। (আয়াত-৪)

২) হে মুমিনগন, তোমাদের কোন-কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকো। (আয়াত-১৪)

সূরা তালাক

১) বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যাকে সীমিত রিযিক প্রদান করা হয়েছে, সে তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তার বেশী বোঝা তিনি কারো উপর চাপান না। কষ্টের পর আল্লাহ অবশ্যই স্বস্তি প্রদান করবেন। (আয়াত-৭)

সূরা তাহরীম

১) তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা প্রার্থনা কর। তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কাজ সমূহ মার্জনা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে। (আয়াত-৮)

সূরা মুলক

১) তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না ? বস্তুত: তিনি হলেন সর্বজ্ঞ।

(আয়াত-১৩/১৪)

www.pathagar.com

২) আপনি (রসুল) বলে দিন, তিনিই-তো সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে চোখ, কান ও অন্তর দান করেছেন, তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (আয়াত-২৩/২৪)

সুরা কালাম

১) যে নেক কাজে বাধা প্রদানকারী, সে সীমালংঘনকারী, সে মহাপাপী। (আয়াত-১২)

২) এই কোরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। (আয়াত-৫২)

সুরা হাক্কাহ

১) অত:পর যখন একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, আর জমিন ও পাহাড় সমূহকে উঠিয়ে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আসমান সমূহ ফেঁটে চৌচির হয়ে যাবে। ফিরিশতাগন তাদের তাদের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ৮ (আট) জন ফিরিশতা সেদিন আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখবে। সেদিন তোমরা সকলে তাঁর সামনে হাজির হবে , তোমাদের কেউ সেদিন গোপন থাকবে না। (আয়াত-১৩ হতে ১৮)

সুরা মা'আরিজ

১) নিশ্চয়ই মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অধৈর্য লোভী হিসেবে। যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে ভয়ে হা-হুতাশ করতে থাকে। আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়। (আয়াত-১৯/২০)

www.pathagar.com

২) যারা কিয়ামতের দিনকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে, যারা তার পালনকর্তার শাস্তিকে ভয় করে, যারা নিজেদের গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করে, তবে নিজেদের স্ত্রীগন ও অধিকারভূক্ত দাসীদের ব্যতিরেকে, তারা নিশ্চয়ই তিরষ্কৃত হবে না। অত:পর যারা তাদেরকে ছাড়া অন্যদেরকে কামনা করবে, তারাই হলো সীমা লংঘনকারী। (আয়াত-২৬ হতে ৩১)

সূরা নূহ

১) আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অবশেষে তিনি তোমাদের মাটিতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদেরকে বের করে আনবেন। (আয়াত-১৭/১৮)

সূরা জ্বিন

১) আর মসজিদসমূহ আল্লাহকে স্মরণ করবার জন্য। সেখানে তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকবে না। (আয়াত-১৮)

২) আপনি (রাসুল) বলুন, আমি তোমাদের কোন প্রকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখিনা এবং কোন হিত সাধনেরও না। বলুন, আল্লাহর গযব থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতিরেকে আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। (আয়াত-২১/২২)

সূরা আবাসা

১) আল্লাহই মানুষকে মৃত্যু প্রদান করেন এবং কবরে স্থান দেন। পরে সঠিক সময়ে তাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন। (আয়াত-২১/২২)

২) যেদিন কর্নবিদারক কেয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন মানুষ নিজের ভাই, পিতা-মাতা এবং স্ত্রীও নিজের সন্তান-সন্ততি থেকে পলায়ন করবে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন ব্যস্ততা থাকবে যে, তা তাকে অন্যদিকে মনোযোগী হতে দেবেনা। (আয়াত- ৩৩ হতে ৩৭)

www.pathagar.com

সুরা দোহা

১) আপনি (রাসুল) এতিমদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না। আর ভিক্ষুকদের ধমক দেবেন না। আপনি আপনার রবের নেয়ামতের কথা প্রচার করুন। (আয়াত-৯ হতে ১১)

সুরা আল-কাদর

১) নিশ্চয়ই এই কুরআনকে আমি কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। আপনি কি জানেন, কদরের রাত্রি কি? কদরের রাত্রি হাজার মাস হতে উত্তম। সেই রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগন এবং রূহ তাদের রবের আদেশক্রমে নাযিল হয়, সেই রাত জুড়ে রয়েছে শান্তি, ফজর হওয়া পর্যন্ত। (আয়াত- ১ হতে ৪)

সুরা নিছা

১) এতিমদের তাদের সম্পদ ফেরৎ দাও এবং তাদের উৎকৃষ্ট মালের সাথে নিকৃষ্ট মাল বদল করোনা এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে খেওনা। (আয়াত-২)

২) কোন দোষের কথা প্রকাশ করা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। কিন্তু নির্যাতিত ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। (আয়াত-১৪৮)

সুরা দাহর

১) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলগন সেখানে (জান্নাতে) বিশিষ্ট পানপাত্র থেকে কাপুর মিশ্রিত পানি পান করবে। তাদেরকে রেশমী পোষাক দান করা হবে। সেখানে তারা সূর্যতাপ এবং শীত কিছুই দেখবে না।

www.pathagar.com

পরিবেশনকারীগন কাঁচের মত স্বচ্ছ রূপার পাত্রে পানীয় পরিবেশন করবে। এসব পরিবেশনায় থাকবে চির কিশোরের দল। আপনি যখন তাদেরকে দেখবেন, তখন তাদেরকে মনি-মুক্তাই মনে করবেন। (আয়াত-৫ হতে ১৯)

সূরা নাবা

১) আমি জমিনকে বিছানা হিসেবে সৃষ্টি করেছি আর পাহাড়গুলিকে পেরেক হিসেবে। তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়। তোমাদের ঘুমকে সৃষ্টি করেছি ক্লান্তি নিবারক হিসেবে। রাতকে সৃষ্টি করেছি আবরণ স্বরূপ। আর দিনকে সৃষ্টি করেছি জীবিকা অর্জনের সময় হিসেবে। (আয়াত-৬ হতে ১১)

২) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আরাম দানকারী এবং রাতকে করেছি আবরণ আর আমিই দিবসকে করেছি জীবিকা অর্জনের জন্য, আমিই নির্মান করেছি তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান এবং আমিই সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ, আমিই বর্ষন করি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি যেন তার দ্বারা শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করা যায়।

(আয়াত-৮ হতে ১৪)

৩) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে-দলে সমাবেত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হবে, তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই প্রতীক্ষায় থাকবে সীমা লংঘনকারীদের আশ্যয়স্থল হিসেবে। নিশ্চয়ই তারা ইহকালে হিসাব-নিকাশ আশা করতো না। (আয়াত-১৮ হতে ২০)

৪) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য। আরও রয়েছে বাগান সমূহ ও আঙ্গুর। আর পূর্ণ যৌবনা তরুণীগন। আর পানীয় পূর্ণ পানপাত্র।

(আয়াত-৩১ হতে ৩৩)

www.pathagar.com

সুরা ইনফিতার

১) আপনি (রাসুল) কি জানেন, বিচার দিবস কি? আপনি কি জানেন সেই বিচার দিবসটি কি রকম? সেদিন এমন হবে যে , কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর। (আয়াত-১৮/১৯)

সুরা মুতাফফিফীন

১) মাপে কম দাতাদের জন্য রয়েছে সর্বনাশা পরিনাম। যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরাপুরি নেয়, আর যখন তাদেরকে মেপে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে ? (আয়াত-১ হতে ৪)

সুরা আল ফাজর

১) অত:পর মানুষের অবস্থা এমন হলো যে আল্লাহ যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং অনুগ্রহ দান করেন, তখন সে বলে আল্লাহ আমাকে সম্মান দান করেছেন। আর যখন তাকে পরীক্ষা করে রিযিক কমিয়ে দেন, তখন সে বলে আল্লাহ আমাকে অপমান করেছেন। এ সব কখনও নয়। তোমরা এতিমকে ভালবাস না, নি:স্ব মিসকিনকে খাদ্য দান কর না, আর মৃত ব্যক্তির রক্ষিত সম্পত্তি তোমরা অবৈধভাবে ভোগ কর। আর তোমরা ধন-সম্পদকে জীবনের অধিক ভালবাস। (আয়াত-১৫ হতে ১৯)

www.pathagar.com

সূরা মুরসালাত

১) তোমাদের যে ঘটনার (কিয়ামত) প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত ঘটবে। অত:পর তারকারাজি নিভে যাবে। আসমান ফাঁক হয়ে যাবে। পাহাড় সমূহ উড়তে থাকবে। রাসুলগন নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হবেন। (আয়াত-৭ হতে ১০)

২) সেদিন (হাশরের দিন) কাউকে আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য দূর্ভাগ্য। এটা হলো ফয়সালার দিন, আমি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবো।

(আয়াত-৩৬)

সূরা তারিক

১) নিশ্চয়ই এই কুরআন সত্য মিথ্যার মিমাংসাকারী বাণী । এটা কোন হাসি-তামাসার কথা নয়। নিশ্চয়ই তারা (কাফের) গভীর ষড়যন্ত্র করে। আমিও ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে পারি। অতএব আপনি (রসুল) কাফেরদের অবকাশ দিন কিছু সময়ের জন্য। (আয়াত-১৩ হতে ১৫)

সূরা আলা

১) আপনি (রসুল) মহান পালনকর্তার নামের তসবীহ পাঠ করুন। যিনি সৃষ্টি করে সবকিছু সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য এবং গোপন সবকিছুই জানেন। (আয়াত ১ হতে ৬)

২) আমি আপনাকে (রসুল) সহজ পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দান করবো। আপনি উপদেশ দিন, যে আল্লাহকে ভয় করে, সে অবশ্যই

www.pathagar.com

উপদেশ গ্রহন করবে। আর যে অধিক হতভাগা, সে তা থেকে দূরে থাকবে। (আয়াত-৮ থেকে ১০)

৩) তোমরা-তো পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম এবং অধিক স্থায়ী। (আয়াত-১৬)

সূরা বালাদ

১) অবশ্যই আমি মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করবার জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা কি ধারনা করে নিয়েছে যে তার উপর ক্ষমতাবান কেউ নেই? সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় (ধ্বংস) করেছি। সে কি মনে করে যে তাকে কেউ দেখছে না ? (আয়াত-৫ হতে ৭)

২) আপনি (রসুল) জানেন কি আকাবাহ্ কাকে বলে ? আকাবাহ্ হলো, গোলাম আযাদ করা,অথবা দুর্ভিক্ষের সময়ে নিকট আত্মীয় , এতিম এবং মিসকিনকে খাদ্য দান করা।(আয়াত-১২ থেকে ১৯)

সূরা ইনশিরাহ্

১) আপনি মনে রাখবেন কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। আর দু:খের সাথেই রয়েছে সুখ। অতএব, যখন অবসর পাবেন তখন পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন। (আয়াত-৫ হতে ৮)

সূরা হুমাযাহ্

১) প্রত্যেক নিন্দুক এবং পরোক্ষ নিন্দুকের জন্য রয়েছে ধ্বংস। সে গুনে-গুনে ধন-সম্পদ একত্রিত করেছে। সে মনে করেছে যে তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, তা কখনই নয়, সে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (আয়াত- ১ হতে ৪)

www.pathagar.com

এই সুরার প্রেক্ষাপটে রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন---" আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়" ।

সুরা মাউন

১) আপনি (রসুল) কি তাকে দেখেছেন যে বিচারের দিনকে মিথ্যা বলে? যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়, আর নিঃস্ব মিসকিনকে খাদ্য দান করে না। অতএব, গভীর দুঃখ সেই সব নামাযীর জন্য। তারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে এবং নিত্য ব্যবহার্য অতিরিক্ত বস্তু অপরকে দান করেনা।

(আয়াত-১ হতে ৭)

O নিম্নবর্নিত বিষয়গুলি পবিত্র কুরআন এবং বুখারী শরীফে নিষিদ্ধ করা হয়েছে :-

(১) পবিত্র কুরআনের মজীদের বাইরে কথা বলা।
(২) শুধুমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলা।
(৩) ব্যক্তিগত সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে এবং মানুষের বাহবা প্রাপ্তির জন্য ধর্ম বিষয়ে উদ্ভট কথাবার্তা বলা।

আসুন আমরা সবাই পবিত্র কুরআন মজীদকে
আমাদের আত্মার গভীরতা দিয়ে ধারন করে
আমাদের স্থায়ী ঠিকানা অনিবার্য মৃত্যুর দিকে
এগিয়ে চলি ।

www.pathagar.com

ছালাতুত তাসবীহ্

রসুলে করীম (দ:) বলেছেন এই নামাজের গুরুত্ব অত্যধিক , ফলে প্রতিদিন একবার অথবা সপ্তাহে একবার অথবা মাসে একবার এই নামায আদায় করা উচিৎ।

এই নামাজের ফযিলত বর্ননা করে শেষ করা যায় না। এই নামাজের নির্ধারিত কোন সময় নেই। হারাম ওয়াক্ত বাদ দিয়ে যে কোন সময় এই নামায আদায় করা যায়। এই নামায এক সালামে চার রাকাত আদায় করতে হয়। অবশ্য দুই রাকাত আদায় করে বসে তাশহুদ ও দরূদ শরীফ পড়ে আবার দুই রাকাত আদায় করলে অসুবিধে নেই। এই চার রাকাতে এই তাসবীহ মোট তিনশত বার পড়তে হয়। চার রাকাতের নিয়ত বেঁধে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার সাথে অন্য একটি সুরা পড়ার পর রুকুতে যাবার পূর্বে এই তাসবীহ পনের বার, তারপর দশবার করে পাঠ করতে হয়।

এইভাবে স্বাভাবিক নামাযের মত তাসবিহটি মোট তিনশত বার পড়তে হয়। তাসবিহ-টি নিম্নরূপ :-

"সুবাহাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর"।

খতমে জালাল

সকল কালাম অবশ্যই ভাল। কিন্তু কিছু-কিছু ধর্ম বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে খতমে জালাল সবচেয়ে ভাল। খতমে জালাল হলো---" আল্লাহু আকবর " (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)।

এই কালামের ফজিলত সর্বাধিক। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মোট সোয়া লক্ষ বার এই কালাম পাঠ করে আল্লাহ পাকের দরবারে কোন প্রকার প্রার্থনা করলে, আল্লাহ পাক সেই প্রার্থনা কবুল করে থাকেন।

www.pathagar.com

অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি

অসদুপায়ে অর্জিত ধনের (অর্থ বা সম্পত্তি) মালিক কখনও উপার্জনকারী হিসেবে গন্য হবে না। বরং ঐ সকল ধন আসল মালিককে ফেরৎ দিতে হবে। ফেরৎ না দেয়া পর্যন্ত তার তওবা কখনও কবুল হবেনা। (বোখারী শরীফ)

ভোগ-বিলাস

১) এই জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই জীবনে অর্থ লালসা তথা ভোগ-বিলাসের আকাংখা, সকল প্রকার অপরাধের মূল বিষয়। (বোখারী শরীফ)

২) যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করবে, তার পরোয়া করেনা, আল্লাহ পাক তাকে কোন দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তার পরোয়া করবেন না। (বোখারী শরীফ)

৩) যে ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা কোন সৎ কাজ করে, তা হবে পেশাব দ্বারা কাপড় ধৌত করার মত। (বোখারী শরীফ)

সমাপ্তির পূর্বে : এই হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত সমূহের বাংলা অনুবাদ। এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে রসুলে করীমের (দঃ) গুরুত্বপূর্ণ কিছু বানী। পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক এবং আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রেরিত ওহী।

এই সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন---"যারা আল্লাহর আয়াত বিশ্বাস করেনা, তাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মহা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি "।
(সুরা আল-নাহাল, আয়াত-১০৪)।

www.pathagar.com

রাসুলে করীম (দ:) বলেন---"যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান এনে তার মর্ম উপলব্ধি করে সেইভাবে আমল করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানে সম্মানিত করেন"।

যারা মোত্তাকী এবং নেককার, সেখানে তারা থাকবে পরম আরামে-সাচ্ছন্দে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম। তারা সুসজ্জিত পালংকে বসে সবকিছু অবলোকন করবে। তাদের মুখ-মন্ডলে দেখা যাবে সুখ-শান্তির সজীবতা।

হে রাহমানুর রাহিম, আমার কবরে আমার একাকিত্বের সময় তুমি আমাকে পবিত্র কোরআনের আলো দিয়ে প্রশান্তি দান করো, দয়া করো, পথ প্রদর্শন করো।

আল্লাহু আমিন

www.pathagar.com

সূত্র : ১) কোরআনুল করীম।
লেখক : হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)
পোষ্ট বক্স নম্বর-৩৫৬১ , মদীনা মনোআরা।
সউদী আরবের শাসক বাদশাহ্ ফাহদ ইবনে আব্দুল আজীজের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে।

২) কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ)
অনুবাদক : মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি (লন্ডন)
ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

৩) নূর বাংলা-আরবী কোরআন শরীফ।
লেখক : আলহাজ্ব মোঃ মোরশেদ আলম। এম.এম.
সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।

৪) পবিত্র কোরআন শরীফ।
লেখক : আলহাজ্ব মাওলানা একেএম ফজলুর রহমান মুন্সী
এম.এম.(প্রথম শ্রেণী) , এম.ফিল ।

৫) বঙ্গানুবাদ নূরানী কোরআন শরীফ।
লেখক : মাওলানা নূরুর রহমান, এম.এম., এফ.আর.

৬) মূল বোখারী শরীফ
লেখক : মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী
অধ্যক্ষ, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

www.pathagar.com

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com